পাক্ষিক

আহমদী

পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫

২৪শ সংখ্যা এবং ১।২য় সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৫।৩০শে মে ১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৮।১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৪শ সংখ্যা এবং ১।২য় সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৫।৩০শে মে ১৯৬৫ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ৩২১
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	॥ ৩২২
॥ ধর্মের নামে খুন	॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	॥ ৩২৩
॥ বিভিন্ন ধর্মে সত্য খোদার রূপ	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৩৪৬
॥ আহ্‌মদী জগৎ	॥ সংগ্রহ—এ. টি. চৌধুরী	॥ ৩৪৯
॥ খাতামান নাবীয়ীন	॥ মোঃ মতিয়ার রহমান	॥ ৩৫১

বিজ্ঞপ্তি

আহ্‌মদী পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, সাইক্লোন ও কতকগুলি অনিবার্য কারণে পত্রিকার তিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করা হইল। সে জন্য ত্রুটি মার্জনা করিবেন। —সঃ আঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৮শ বর্ষ : ৩০শে এপ্রিল ও ১৫ই মে, : ১৯৬৫ সন : ২৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

২য় রুকু

১২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি বিশিষ্ট করিয়াছি, অতঃপর আমরা ফেরেস্তাদিগকে বলিলাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর। ইবলিস ব্যতীত তাহারা (সকলেই) সেজদা করিল। সে সেজদাকারীদের সঙ্গী হইল না।

১৩। (আল্লাহ্‌) বলিলেন : যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে বারণ করিল যে, তুমি সেজদা করিলে না? সে বলিল, আমি তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে তুমি আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে তুমি কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।

১৪। তিনি বলিলেন: তুমি এখান হইতে নামিয়া যাও। এখানে তোমার অহঙ্কার করার কোন অধিকার নাই। অতএব তুমি বাহির হইয়া যাও; তুমি অধমদের সঙ্গী।

১৫। সে বলিল: আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।

১৬। তিনি বলিলেন: তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৭। সে বলিল, যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছ, নিশ্চয় আমিও তাহাদের জন্য তোমার সরল পথের উপর বসিব।

১৮। অতঃপর আমি নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের সম্মুখ হইতে, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে, তাহাদের ডান হইতে এবং তাহাদের বাম হইতে আসিব এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশক পাইবে না।

১৯। আল্লাহ্ বলিলেন: তুমি লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত অবস্থায় এখান হইতে বাহির হইয়া যাও। অতঃপর তাহাদের যে কেহ তোমার অনুগমন করিবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সকলের দ্বারা দোযখ পূর্ণ করিব।

২০। এবং হে আদম, তুমি আর তোমার স্ত্রী এই বাগানে বাস কর এবং যেখান হইতে ইচ্ছা তোমরা আহার কর এবং এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, নতুবা তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

হজরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃতবাণী

ইমান আনার ও হৃদয়ে খোদাতায়ালার মহিমা বিরাজ করার প্রথম নিদর্শন।

সংসারমগ্ন ব্যক্তিগণের প্রতি দৃকপাত করা উচিত নহে বরং বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি নজর করা উচিত।

নামাজ পড় এবং মনোযোগ সহকারে পড়। পুরস্কার আকর্ষণকারী দোয়া সকল পড়ার পর নিজ ভাষায় দোয়া করা মোটেই নিষিদ্ধ নহে। যখন হৃদয় বিগলিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, এখন আমাকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তখন খুব বেশী দোয়া করিতে থাক যতক্ষণ না হৃদয়ে তন্ময়ভাবের সৃষ্টি হয়। খোদাতায়ালার নিকট হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। এ পথে প্রথমে মানুষের কষ্ট হয় কিন্তু একবার যখন উহার স্বাদ বুঝিবে তখন ধন্য হইয়া যাইবে। আড়ষ্টতা দূর হইলে এবং আল্লাহতায়ালার কুদরতের নিদর্শন দেখিলে, তখন আর পিছন ছাড়িবে না। ইহা অভিজ্ঞতার কথা যে, যখন কোন কিছু সল্প পরিমাণেও পাওয়া যায়, তখন মানুষের মন ঐ বিষয়ে গবেষণার জন্য আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল সুখ খোদাতায়ালার ভালবাসায় নিহিত। যে সকল লোক খোদাতায়ালার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া জীবন যাপন করে, সে রকম জীবন কোন কাজের? বাদশাহ ও সুলতানগণের জীবনের দৃষ্টান্ত বিরূপ, যেমন পশুর ন্যায়। যখন মানুষ মোমেন হয়, তখন সে নিজে ঐরূপ জীবন ঘৃণা করে।

ইমান আনার ও খোদাতায়ালার মহিমা হৃদয়ে বিরাজিত হওয়ার প্রথম নিদর্শন ইহাই যে, মানুষ ঐ সমস্ত জিনিষকে পোকা মাকড় সদৃশ জ্ঞান করে। তাহাদিগকে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে দেখিয়া মনে হিংসা করিও না। উহাদের জীবন কুৎসিৎ এবং কুকুরের মত। তাহারা মৃতবৎ দুনিয়াকে দাঁত দিয়া কামড়াইতেছে। যদি দেখিবার আগ্রহ হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাহাকে দেখ এবং সে খোদা তায়ালার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং খোদা তায়ালা তাঁহাকে জীবন দান করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন লাভে সকল বিপদ আপদ দূরিভূত হয়। যে ব্যক্তি অনুগ্রহপ্রাপ্তি ব্যক্তির নিকট আসিবে, সে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের নিকটে হইবে। দুনিয়াতে এই কথাটীই ভাবিবার যোগ্য। খোদাতায়ালা বলিতেছেন।

كونوا مع الصادقين ○

অর্থাৎ হে বান্দাগণ, তোমাদের বাঁচিবার পথ হলো সত্যবাদীদের সাথে চলো।

অনুবাদক—
ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

ধর্মের নামে খুন

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা বলার পর, এখন আমরা আলোচ্য বিষয়ের ঐ অংশের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি, যেখানে আমরা প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করিয়াছি। আলোচ্য বিষয় ছিল, মওদুদী সাহেবের মতে মুসলমান বলিয়া অভিহিত এই বিপুল দল সমষ্টির মধ্যে কোন কোন দলকে মুরতাদ বলিয়া গণ্য করা হইবে, যাহাতে আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি যে, তথা কথিত সালেহীন ভাগ্যক্রমে ক্ষমতা দখল করিলে, খোদার বান্দার মধ্যে কত জনের শীর তাহাদের হস্তে ভূলুণ্ঠিত হইবে।

ভাল কথা, মৌলানার মতে আহ্‌মদীগণ তো মুরতাদ আছেই এবং সকলদিক দিয়াই তাহারা একটি অমুসলমান সংখ্যালঘু, কিন্তু এই ইরতেদাদ ও কুফর শুধু তাহাদের মধ্যেই শেষ নয়। তাহারা ছাড়া আহ্‌লে-কোরআন অর্থাৎ পারভেয সাহেবের মতের সমর্থকগণও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে কাফের, ইস্‌লামের গণ্ডীর বহির্ভূত বা অন্য কথায় মুরতাদ বলিয়াই গণ্য হইবেন। বরং তাঁহাদের কুফর কাদিয়ানীদের অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া গন্য হইবে। সেইজন্য সম্ভবতঃ অধিক কষ্ট দিয়া তাঁহাদিগকে কতল করা হইবে। বস্তুতঃ, জমাআতে ইস্‌লামীর মুখপত্র তস্‌নিম পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলানা আমীনুল হাসান ইস্‌লাহীর একটি ফাতওয়া পাঠ করুন। এই ফাতওয়া তখনকার লিখা, যখন মৌলানা আমীনুল হাসান ইস্‌লাহী মওদুদী সাহেব হইতে বিমুখ হন নাই এবং তাঁহার

দক্ষিণ বাহুরূপে পরিগণিত ছিলেন। মৌলানা ইস্‌লাহী সাহেব বলেন ঃ

"কোন কোন ব্যক্তি ইস্‌লামী শরীয়তের মত-বৈষম্যের বরাতে মুসলমানগণকে এই পরামর্শ দেন যে, 'এই দেশে ইস্‌লামী শরীয়ত প্রয়োগের কোন সম্ভবনাই নাই। অবশ্য, কোরআন করীমের মূল-নীতিতে এই দেশে হুকুমত কায়েম কর।' যদি এই পরামর্শদাতাগণের উদ্দেশ্য ইহাই যে, শরীয়ত শুধু ঐ টুকুই, যতটুকু কোরআনে আছে, এবং ইহা ছাড়া বাকী কিছুই শরীয়ত নহে, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট কুফর এবং কাদিয়ানীদের ন্যায়ই কুফর, বরং উহা হইতেও অধিক শক্ত ও কঠোর।" ১

চলুন, আহ্‌মদী ও আহ্‌লে-কোরআন লইয়া ঝগড়া গেল। এখন প্রশ্নঃ কুফর ও ইরতেদাদ কি এই দুই সম্প্রদায় লইয়াই শেষ? এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা যতই মওদুদী সাহিত্য গবেষণা করি, ক্রমেই এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, মওদুদীয়ত ছাড়া মওদুদীর দৃষ্টিতে অন্য সকল কিছুই কুফর। দৃষ্টান্তস্থলে, মুসলমান-গণের মুসলমান ফিরকাগুলির অবস্থা মওদুদী সাহেবের মতে কি, দেখা যাক্। তাহাদের ইস্‌লাম কতটুকু গভীর? এই বিপুল দল সমষ্টির উপর মোটামুটিভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মওদুদী সাহেব বলেন ঃ

"যে বিপুল বিশৃঙ্খল জনতাকে মুসলমান জাতি বলা হয়, ইহার অবস্থা এই যে, ইহার হাজার প্রতি ৯৯৯ জন ইস্‌লাম জানে না, সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য জানে না, তাহাদের চারিত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মনোবৃত্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধতা-মূলক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে পৌত্র, বেশ মুসলমান নাম পাইয়া আসিয়াছে। এজন্য ইহারা মুসলমান। ইহারা সত্যকে সত্য জানিয়া স্বীকার করে নাই। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া বর্জন করে নাই। ইহাদের মতাধিক্যের হাতে শাসন ক্ষমতার ভার তুলিয়া দিয়া যদি কেহ এই আশা করে যে, ইসলামের গাড়ী সঠিক পথে চলিবে, তাহা হইলে তাহার খোশ খেয়াল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।" ১

আবার বলেন ঃ

"গণতান্ত্রিক নির্বাচন ঠিক দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন তোলার ন্যায়। দুধ বিষাক্ত হইলে উহা হইতে যে মাখন তোলা হইবে, স্বভাবতঃ দুধ হইতেও অধিক বিষাক্ত হইবে। * * * সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, মুস্‌লিম সংখ্যাগুরু এলাকা হিন্দু প্রাধান্য-মুক্ত হইয়া এখানে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে এখানে হুকুমতে-ইলাহী কায়েম হইবে, তাঁহাদের ধারণা ভুল। প্রকৃত পক্ষে ইহার ফলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা শুধু মুসলমানগণের "কাফেরানা হুকুমত" হইবে।" ২

যদি এখন পর্যন্ত অ মওদুদী মুসলমান সম্বন্ধে মৌলানার ফতওয়া স্পষ্ট-প্রতিভাত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অধিক স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আরো একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি ঃ

"এখানে যে বিশাল জাতির নাম মুসলমান উহা জগা-খিচুড়ি বিশেষ। কাফের যত নমুনার পাওয়া যায়, তাহা এই জাতিতে মজুত আছে। কাফের জাতিগুলি আদালতে যত মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতা সরবরাহ করিতেছে, সম্ভবতঃ ইহারাও

(১) 'মেযাজ শেনাসে রসুল', ৩৭২ পৃঃ, দ্রষ্টব্য —'তসনীম' ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫২ সন।

(১) 'মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্' ৩য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ।

(২) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্", ৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ।

তদনুপাতে তাহা যোগাইয়া থাকে। ঘুস খাওয়া, চুরি করা, ব্যভিচার, মিথ্যাবাদিতা ও অন্য সকল প্রকার জঘন্য চরিত্রের কাজে ইহারা কুফ্‌ফার হইতে কম নহে।" ৩

এই ফাতোয়াগুলির পরেও কি আরো কুফরের ফাতোয়ার প্রয়োজন আছে? যদি থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই ধারণা বশতঃ প্রয়োজন থাকিতে পারে যে, এই ফতোয়া মুসলমান জনসাধারণ, অর্থাৎ হাজার প্রতি ৯৯৯ জনের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে, পরন্তু মুসলমান উলামা ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের উপর প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ, মওদুদী সাহেবের নজরে প্রত্যেক অ-মওদুদী একই লাঠি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা হউন বা উলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতি হউন, উভয় প্রকারের পথ প্রদর্শক তাঁহাদের মতবাদ ও নীতির দিক দিয়া একই প্রকার পথ-ভ্রষ্ট। উভয়েই সত্য পথ হইতে সরিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের কাহারও দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী নহে।" ১

পাঠক, নিজেই মীমাংসা করুন, যদি সত্য পথ হইতে সরিবার নাম ইরতেদাদ (ধর্মত্যাগ) নহে, তবে ধর্মত্যাগ আর কাহাকে কহে? মওদুদী সাহেবের উপরোক্ত দুইটি ফাতওয়া পড়িবার পর একটি গল্প মনে পড়িল। কোন বাদশাহের খুবই সখের একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি একদা খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাদশাহ ইহার মৃত্যু সংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হুকুম করিলেন, অশুভ সংবাদ যে তাঁহাকে পৌঁছাইবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই হুকুমও দিলেন যে, প্রতি অর্ধঘণ্টা অন্তর ইহার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। খোদার ইচ্ছায়, ঘোড়াটি আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। অশ্ব-শালার কর্মচারীগণ বহু কষ্টে একজনকে পাকড়াও করিয়া খবরটা বাদশাহ্‌কে শোনাইবার জন্য পাঠাইলেন। লোকটি বাদশাহের নিকট যাইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল ঃ "হুজুর, ঘোড়া বেশ আরামে আছে। কোন কষ্ট নাই। নড়া চড়া করে না। উহার হৃৎপিণ্ডও সম্পূর্ণ স্থীর।" বাদশাহ্ চকিত হইয়া বলিলেন, "তবে কেন বল না যে, মরিয়া গিয়াছে?" লোকটি বলিল, 'হুজুরই একথা বলিতেছেন, আমি বলি নাই।"

সুতরাং যদি কোন জাতি পথ-ভ্রষ্ট হয়, সত্য পথ হইতে সরিয়া পড়ে, অন্ধকারে বিচরণ করিতে থাকে, উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী না হয়, যত প্রকার কুফর আছে সকলই তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জাতিকে কাফের না বলিয়া আর কি বলিতে হইবে? কিন্তু মওদুদী সাহেব হয় তো বলিবেন, "তোমরাই বলিতেছ, আমি বলি না।"

সুতরাং এখনও যদি কাহারও প্রত্যয় না হয় যে, এরূপ হওয়া সম্ভবপর, তাহা হইলে জমাআতে ইস্‌লামী হইতে যাহারা সরিয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের সন্দেহ নিরসনে ইরতেদাদের ফাতওয়া পাঠকের জন্য যথেষ্ট হইবে ঃ

"ইহা ঐ পথ নহে, যাহাতে অগ্রসর হওয়া ও পশ্চাদপদ হওয়া দুই ই-এক। না, এখানে পিছনে হটিবার অর্থ 'ইরতেদাদ'।" ১

সুতরাং, যদি জমাআতে ইস্‌লামী হইতে পৃথক হইয়া অন্য কোন জমাআতে যোগদানের নাম ইরতেদাদ

(৩) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্‌", ৩য় খণ্ড, ১৬৬ পৃঃ।

(১) "মুসলমান আউর মওজুদা সিয়াসি কশ্‌মকশ্‌" ৩য় খণ্ড, ৯৫ পৃঃ।

(১) 'রোইদাদে জমাআতে ইস্‌লামী', ১ম খণ্ড, ৮ পৃঃ।

হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জমাআতের নাম কুফর ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

কিন্তু যদি আমি ভুল বলিতেছি, তাহা হইলে মওদুদী সাহেবই শুদ্ধ করিয়া দিন। তিনি ঐ সকল মুসলমানকে কি বলেন, যাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে আলেমুল্-গায়েব (অজানাকে জানিতেন) বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার জড়-দেহ থাকা অস্বীকার করে। তিনি ঐ সকল মুসলমানগণকে কি মনে করেন, যাহারা অলি-আউলিয়ার কবরে গিয়া তাঁহাদের নিকট অভীষ্ট লাভের জন্য প্রার্থনা করা জায়েয বলিয়া মনে করে ? তিনি ঐ সকল মুসলমানকে কি মনে করেন, যাহারা হযরত আলী রাযি আল্লাহু আন্‌হু ছাড়া বাকী সকল খোলাফায়ে-রাশেদীন রাযি আল্লাহু আন্‌হুম্‌কে পরস্বাপহারী মনে করে এবং তাঁহাদের প্রতি ও হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহুতা'লা আন্‌হা সহ সকল সাহাবাগণের প্রতি ঘৃণা (তাবর্‌রা) জানায় ও লানত পাঠায় ?

সোজা উত্তর দিন। ঘোড়ার মৃত্যু সংবাদ বাহক গোলামের বলার ন্যায় নয়, বাদশাহের ভাষায় বলুন যে, তাহাদিগকে কি বলিবেন।

জন্মগত মুসলমান

এখানে আসিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হয়। যদি ধরা হয় যে, মুরতাদের শাস্তি কতল এবং ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, মওদুদী সাহেবের মতে তাঁহার জমাআত ব্যতীত অন্য সকল মুসলমান কাফের, তাহা হইলে পিতামাতা হইতে ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত কুফর গ্রহণ করায়, তাহারা স্বয়ং মৌলানার মতে শুধু মুরতাদ নহে বরং তাহাদিগকে আজন্ম কাফের বলিয়া গণনা করিতে হইবে। মৌলানা মওদুদী সাহেব সমস্ত জন্মগত মুসলমানকে, যাহাদিগের পিতামাতাকেও তিনি কাফের বলিয়া মনে করেন, একযোগে কাফের ও মুরতেদও জানেন বলিলে কেহ মনে করিতে পারে যে, মৌলানা সাহেবের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা কিরূপে সম্ভবপর ? আমি নিজেই স্বীকার করি যে, যুক্তির রাজ্যে ইহা অসম্ভব বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি যুক্তির রাজ্য বলিতে কিছুই না থাকে, বলপ্রয়োগ ও নিষ্ঠুরতার বাদশাহী হয় এবং সেখানে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি খাটাইবারও অধিকার না থাকে তাহা হইলে কি এরূপ হওয়া অসম্ভব ? এখানে তো জবরদস্তি ও কঠোরতার বাদশাহী এবং যে নীতি দ্বারা দেশ শাসিত হয়, তাহা হইল এই ঃ

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

বুদ্ধির নাম পাগলামি ও পাগলামির নাম বুদ্ধি রাখা হইয়াছে। যে যেভাবে চায় আপন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে।

সুতরাং, এই বিধান অনুসারে মুসলমান বলিয়া কথিত প্রত্যেক কাফের এবং তাহারই ন্যায় কাফেরদের গৃহে যে মুসলমান জন্ম গ্রহণ করে, সে মুরতাদ বলিয়া অভিহিত হইবে এবং ওয়াজিবুল্ কতল অর্থাৎ অবশ্য-বধ্য হইবে। কারণ, তাহাদের জান মালের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে জন্মগত মুসলমান বলিয়া নির্ধারণ করা ছাড়া উপায় নাই। তারপর, জোর দিতে হইবে যে, সাবালক হওয়ায় তাহারা নিজেরাই কাফের হইয়াছে। কারণ তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে এক কাফেরী পরিবেশে শিক্ষা দিয়াছিল। এজন্য এই সমস্ত জন্মগত মুসলমান কাফের ও মুরতাদ এবং তজ্জন্য অবশ্য-বধ্য।

দেখুন, কেমন আশ্চর্য বাদশাহী বিধান। যতখানি মওদুদীয়ত ও অ মওদুদীয়তের সম্পর্ক তাহাতে অ-মওদুদীয়ত হইতেছে কুফর। কিন্তু একজন জন্মগত

কাফেরের জন্য মওদুদীয়ত ছাড়া অন্য কোন ধর্মমত গ্রহণের অধিকারের ব্যাপারে সে জন্মগত মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট আইনের গণ্ডিতে পড়ে।

এই চমকপ্রদ পর্বের এখানেই শেষ নয়। একদিকে যে মুরতাদ কুফর ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছিল, তাহার কতলের বৈধতা এই ভাবে পেশ করা হয় যে, সে যখন জানিত যে ইহা এক তরফা রাস্তা অর্থাৎ ইহা দিয়া শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না, তখন সে মুসলমান হইয়াছিল কেন? পক্ষান্তরে, জন্মগত মুসলমানের ধর্ম পরিবর্তনের অধিকার এই বলিয়া ছিনাইয়া লওয়া হয় যে, যদিও একথা সত্য যে বেচারীর নিজের জন্মের উপর কোন হাত ছিল না এবং বিধাতার বিধানে, সে মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে ভীষণ জটিলতার সৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ, এই সকল অমীমাংসিত সমস্যাবলীর সমাধান দিয়া মৌলানা বলেন ঃ

لا إكراه في الدين *

"আমরা কাহাকেও আমাদের ধর্মে আসিবার জন্য বাধ্য করি না। বস্তুতঃ, আমরা ইহা মানিয়া চলি। কিন্তু যে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চায়, তাহাকে আমরা পূর্বেই সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, এই পথ আসা ও যাওয়ার জন্য খোলা নাই। অতএব, যদি আসিতে হয় তবে এই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিবে যে, ফিরিয়া যাইবে না। অন্যথায় অনুগ্রহ পূর্বক আসিবেই না।"

"লা ইক্‌রাহা ফিদ্‌দ্বীন" [ধর্মে কোন জোর জুলুম নাই) আয়েতের এই তফসীর পাঠ করিলে আহ্‌লে-কোরআনের পারভেয সাহেবের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি মওদুদী সাহেবের এই মতবাদ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

"মওদুদী সাহেবের ইস্‌লাম যেন একটা ইঁদুরের ফাঁদ। ইঁদুর আসিতে পারে, কিন্তু যাইতে পারে না।" (সম্ভবতঃ তাঁহার এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তির ফলেই তিনি মওদুদীর দৃষ্টিতে এত কোপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।)

মৌলানা ইচ্ছাপূর্বক জানিয়া শুনিয়া উল্লিখিত তফসীরে এই মহামান্য আয়েত করীমের সহিত যে কৌতুক করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করিয়াও যদি কোন অজ্ঞাত বা অনোন্যপায় ব্যক্তি এই মীমাংসার নিকট মাথা নত পূর্বক জিজ্ঞাসা করে ঃ

"যাহা ফরমাইয়াছেন, সব ঠিক। কিন্তু হযরত, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে পয়দা হইয়াছিলাম। আমার জানিবার উপায় কি ছিল যে, ইহা 'One way traffic', অর্থাৎ—একদিকে যাওয়ার পথ? আমি বেচারা কেমন করিয়া জানিব যে, আমি মওদুদী শাসনামলে পয়দা হইব?" এই প্রশ্নের মর্ম নিজ কথায় বর্ণনা করিয়া মৌলানা এক আজগুবী জবাব দিয়াছেন। মৌলানার সম্পূর্ণ লেখা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

জন্মগত মুসলমান

"এই প্রসঙ্গে শেষ আরও একটি প্রশ্ন বাকী আছে। মুরতাদের কতলের হুকুম আনেকের মনে যে আশঙ্কার সৃষ্টি করে, তাহা এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে অমুসলমান ছিল, তারপর স্বেচ্ছায় সে ইস্‌লাম গ্রহণ করে ও ইহার পর আবার কুফর অবলম্বন করে, তাহার সম্বন্ধে তো আপনি বলিতে পারেন যে, সে জানিয়া শুনিয়া ভুল করিয়াছে। সে জিম্মী হইয়া থাকিল না কেন? কেন সে এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে সে জানিত যে, উহার ভিতর হইতে বাহির হইবার দরজা বন্ধ? কিন্তু ঐ ব্যক্তির বিষয় স্বতন্ত্র, যে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং মুসলমান পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ

করায় তাহার ধর্ম আপনা-আপনি ইসলাম হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তি যদি বুদ্ধি হওয়ার পর ইসলামে সন্তুষ্ট না থাকে এবং ইহা হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে বড় গযব হইবে যদি আপনি তাহাকেও প্রাণ-দণ্ডের ভয় দেখাইয়া ইসলামের মধ্যে রাখিবার জন্য বাধ্য করিতে চাহেন। ইহা শুধু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয় না, বরং ইহার অপরিহার্য ফল-স্বরূপ জন্মগত মুসলমানদের একটি বেশ বড় সংখ্যা ইসলামের ব্যষ্টি ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি-পালিত হইতে থাকিবে। এই সন্দেহের একটি নীতিগত এবং আর একটি কার্যকরী উত্তর আছে। নীতিগত উত্তর এই যে, জন্মগত ও দীক্ষিত অনুবর্তী-দের মধ্যে আদেশ প্রয়োগ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা যাইতে পারে না এবং কোন ধর্ম কখনও উহাদের মধ্যে পার্থক্য করে নাই। প্রত্যেক ধর্ম উহার অনুবর্তীদের সন্তানদিগকে স্বভাবতঃ উহার অনুবর্তী বলিয়া নির্ধারণ করে এবং তাহাদের উপর ঐ সকল আদেশই প্রয়োগ করে, যাহা দীক্ষিত অনুবর্তীদের উপর করা যাইতে পারে। কার্যকারিতার দিক দিয়াও ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং যুক্তির দিক হইতেও ইহা একেবারেই খেলো কথা যে ধর্মের অনুবর্তীগণের বা রাজনৈতিক পরিভাষায় প্রজা ও নাগরিকগণের সন্তানদিগকে প্রথমে কুফ্‌ফার বা শত্রুরূপে প্রতিপালন করিয়া পরে তাহারা সাবালক হইলে তাহাদিগকে এই মীমাংসা করিবার অধিকার দেওয়া যাইবে যে, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী সেই ধর্মের অনুবর্তিতা তথা সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারে, যাহার মধ্যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে কোন সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা কখনও পৃথিবীতে চলিতে পারে না।" ১

(১) 'মুরতাদ কি সাযা ইসলাম মেঁ', ৭৬—৭৭ পৃঃ।

আমি এই সমস্যার সমাধান পাঠকগণের উপর সমর্পন করিতেছি যে, মৌলানার এই বিচিত্র যুক্তি দ্বারা কি মানুষের বুদ্ধি সান্তনা লাভ করিতে পারে? আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যখনই তিনি কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের সম্মুখীন হন, তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এমন অন্ধকার হইয়া যায় যে, উহা কৃপার পাত্র হইয়া পড়ে এবং তাহার ঘোলাটে দৃষ্টি বিভিন্ন আকৃতি ও ছবির মধ্যে তারতম্য করিতে পারে না। রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁহার ইসলামী দৃষ্টি-ভঙ্গির উপর যে অন্ধকার ছাইয়া আছে এবং যাহার জন্য তিনি অনেক স্পষ্ট মৌলিক ভুল করিয়াছেন, এখন ঐগুলি লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। ইহাতে এক পুস্তকের মধ্যে আর এক পুস্তক গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য, পাঠক যে যুক্তির বহর দেখিলেন, সে সম্বন্ধে আমি মৌলানার মনোযোগ একটি ছোট্ট রকমের বিচ্যুতির দিকে আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সংশোধন করিয়া লইলে তিনি তাহার কঠোরতাপূর্ণ মতবাদকে আরো ব্যাপকতা দিতে পারিবেন।

তাঁহার যুক্তির কেন্দ্র হইল, "প্রত্যেক ধর্ম উহার অনুবর্তীর সন্তানকে স্বভাবগতভাবে উক্ত ধর্মেরই অনুবর্তী বলিয়া নির্ধারণ করে।" এজন্য মুসলমান বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির সন্তান (তাহার মাতা-পিতা মওদুদী সাহেদের দৃষ্টিতে আমলের দিক দিয়া কাফেরই হউক) সর্বাবস্থায় ইসলামের সম্পত্তি বলিয়া কথিত হইবে। সুতরাং, তাহারা ইসলামের সম্পত্তি বলিয়া নির্ণীত হওয়ায়, তাহারা সাবালক হইলে তাহাদিগকে কি প্রকারে যাহা ইচ্ছা হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে? এই মত গঠনের সময় মওলানা সাহেবের দৃষ্টি হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ অন্তরাল হইয়া গিয়াছিল ঃ

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهود انه او ينصرانه او يمجسانه - (البخارى)

"প্রত্যেক সন্তান ইসলামী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতা পিতা তাহাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে!"

যদি মৌলানার উপরের যুক্তি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার ফল শুধু মুসলমান বলিয়া কথিত সন্তান পর্যন্ত কেন সীমাবদ্ধ থাকিবে। সারা পৃথিবীর সকল শিশু ইসলামের ওয়ারিশ। তাহা- দিগকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে কেন? তাহারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে প্রথমে কুফ্ফার বা শত্রুরূপে প্রতিপালন করিবার অধিকার তাহাদিগের পিতামাতাকে দিবেন কেন? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হাদিস তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে নাই কেন? এই দলীল তো (নাউযুবিল্লাহ্) নির্যাতন প্রিয় ব্যক্তিদের মূল অস্ত্র হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ ইহা শুধু মুসলমান পর্যন্ত গিয়াই থামে না, বরং ইহা কুফ্ফার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পৃথিবীর কোণে কোণে প্রত্যেক ধর্ম, কালা-ধলা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। যদি (নাউযুবিল্লাহ্) ঐ অর্থই লওয়া হয়, যাহা মওদুদী ধরণের যুক্তির ফলে পাওয়া যায়, তবে একটি কাফের সন্তানও নিস্তার পাইবে না।

যাহা হউক, আমার কাজ ছিল শুধু মনোযোগ আকর্ষণ করা। এখন মৌলানার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমি তো তাঁহাকে বল পূর্বক কিছু স্বীকার করাইতে পারি না এবং আমি এই মত পোষণ করি যে, ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তার উপর কোন বল প্রয়োগ করা যায় না।

আমার মতে, কোন সত্য ধর্ম সত্যের শিক্ষা দিতে গিয়া কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারে না। সত্যের বীজ হইতে মিথ্যার গাছ জন্মিতে পারে কি? মিথ্যার বীজ হইতে সত্যের বৃক্ষ কখনও জন্মিয়াছে কি? গম হইতে কেহ কুচিলা গাছ জন্মিতে দেখিয়াছেন কি? যদি এরূপ হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে মূর্ত সত্য ইসলাম নিজেই মানব জাতিকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারে কি? ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে যে, যে ব্যক্তির হৃদয় ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে না এবং খোদার লা-শরীক ওয়াহ্দা নিয়ত (তাঁহার অংশীদার না থাকা) ও তাঁহার একত্বে বিশ্বাসী নহে এবং নির্বুদ্ধিতা বশতঃ যে এই বিশ্বাসে সান্তনা লাভ করিয়া থাকে যে যীশু মসীহ্ খোদার পুত্র ছিলেন ও তাঁহার খোদায়ীর অংশীদার ছিলেন, এইরূপ ব্যক্তির সম্মুখে ইসলাম তরবারি লইয়া এই বলিয়া দাঁড়াইবে: পূর্বে তুমি কেন বলিয়াছিলে যে খোদা এক? এখন তুমি মান বা না মান, তোমাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, তিনি এক, তিনি এক।" যদি সে উত্তর দেয়, "হুযুর যখন আমার হৃদয় এই সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি এক নহেন, তখন আমি কি প্রকারে সাক্ষ্য দিব যে তিনি এক?" তাহা হইলে এই উত্তর শোনা মাত্র ইসলামের তরবারি এই বলিতে বলিতে তাহার গর্দানে পড়িবে, "সত্যবাদী কোথাকার! মিথ্যা বলিও না?" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে। যদিও ইহা সত্য যে, খোদা এক এবং ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসুল, কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে মুনাফেকগণ এই সত্য সাক্ষ্যই দিয়াছিল, তখন তাহাদের হৃদয় এই সাক্ষ্য দিতেছিল না বলিয়া আল্লাহ্তা'লা বলিলেন যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে।

কোরআন করীমের সুরাহ্ মুনাফেকুনের প্রথম আয়েতে এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্তা'লা বলেন:

إذ جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله - و الله يعلم إنك لرسوله - و الله يشهد إن المنفقين لكذبون *

"যখন তোমার নিকট মুনাফেক আসে, তখন বলেঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি খোদার রসুল'। কিন্তু যদিও আল্লাহ্‌তা'লা জানেন যে, তুমি তাঁহার রসুল, আল্লাহ্‌ এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এই মুনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

অতএব, খোদাতা'লা চাহিতেছেন যে, মুনাফেক মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করুক। কিন্তু মৌলানা মওদুদী এই আকিদা পোষণ করেন যে, সত্যের নামে তরবারির বলে লোককে মিথ্যা কথা বলিবার জন্য প্রনোদিত করিতে হইবে। আমি এই মতবাদ পোষণ করি না বলিয়া মৌলানাকে আমার কথা মানিতে বাধ্য করিতে পারি না। আমার ধর্মমত সোজাসুজি—

لكم دينكم ولى دين *

['লাকুম্‌ দ্বীনুকুম্‌ ওয়া লিয়া দ্বীন]

—"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।'

প্রসঙ্গতঃ, এখানে এই সন্দেহের সম্বন্ধেও আমি বলা প্রয়োজন মনে করি যে, সম্ভবতঃ মৌলানা বলিবেন যে, এই আয়েতে যে মুনাফেকদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা তো আদৌ ইমান আনিয়াছিল না এবং মৌলানা যাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করিতে চান, তাহারা শুধু ঐ সকল মুনাফেক, যাহারা 'এই পথ আসা যাওয়ার জন্য খোলা নাই," এই কথা জানিয়া বুঝিয়াও একবার ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব, আমি মৌলানার নিকট আবেদন করিব যে, কোরআন করীমের উপরোক্ত আয়েতের পরবর্তি দুইটি আয়েতের উপরও দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে। আয়েত দুইটি এই ঃ

اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله - إنهم ساء ما كانوا يعملون - ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون -

(المنافقون ع ١)

'তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং (তদ্বারা লোককে) খোদার পথ হইতে রোধ করিতেছে। নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ, যাহা তাহারা করিতেছে। ইহা এইজন্য যে, (পূর্বে তো) তাহারা ইমান আনিয়াছিল, তারপর কাফের হইয়াছে। ইহার ফলে, তাহাদের হৃদয় মোহরাবদ্ধ হইয়াছে। অতএব, তাহারা বুঝিতে পারে না।"

এই দুই আয়েতের বিষয় হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় ঃ

(১) যে মুনাফেকদের কথা এখানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা মুরতাদ ছিল। প্রথমে ইমান আনিয়াছিল এবং পরে কাফের হইয়াছিল।

(২) যদিও তাহারা ইস্‌লাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সাক্ষ্য দিত যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদার রসুল। তাহাদের এই কার্যকে খোদাতা'লা অত্যন্ত অপসন্দ করিয়াছেন। তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ, যাহা তাহারা করিতেছে।

(৩) খোদাতা'লা, তাহাদের এই কপট সাক্ষ্যকে ইস্‌লামের জন্য লাভজনক নহে, বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই প্রকারে তাহারা মানুষকে খোদার পথ হইতে আটকাইয়া রাখিতেছে।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের আকিদা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। খোদাতা'লা বলেন, তাহারা মিথ্যাবাদী।

তাহারা ঘোর অন্যায় করিতেছে। মওদুদী সাহেব জোর দিতেছেন, "ইহাই কর। মনে মনে অবশ্য স্বীকার না কর, কিন্তু মুখে এই সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম খোদাতা'লার রসুল। নচেৎ, কতল করা হইবে।" বস্তুতঃ, সত্যবাদিতার জন্য উপহাস করিয়া এই প্রকার মুরতাদ সম্বন্ধে তিনি ইরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

"اگروہ ایساہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر رہنا نہیں چاہتا بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سزائے موت کے لئے کیوں نہیں پیش کرتا؟" ("مرتد کی سزا" صفحہ ۵۳)

"যদি তাহারা এমনই সত্যের ভক্ত যে, মুনাফেক হইয়া থাকিতে চাহে না, বরং যে জিনিসের উপর এখন ইমান আনিয়াছে, উহার অনুবর্তিতায় সত্যবাদী হইতে চায়, তবে তাহারা নিজেরা মৃত্যু দণ্ড গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয় না কেন?" ১

সত্য প্রিয়তাকে এইভাবে উপহাস করিয়া কপটতার শিক্ষা দেওয়া মৌলানার শোভা পায়।

খোদাতা'লা বলেন ঃ "মিথ্যাবাদিগণ! কপট হইও না।" মৌলানার ইরশাদ হইল, "সত্যবাদী কোথাকার. মুনাফেক সাজিয়া প্রাণ রক্ষা কর না কেন?" খোদা বলেন ঃ "এই প্রকার কপটতা লোককে খোদার পথ হইতে দূরে রাখে এবং ইস্‌লামের জন্য ইহা ভীষণ ক্ষতিকর।" কিন্তু মৌলানা জোর দিতেছেন, যদি এই প্রকার মুরতাদদিগকে সত্য বলিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইস্‌লাম কায়েম থাকিতেই পারে না। "এই ভাবে কোন সংঘবদ্ধ ব্যবস্থা কখনও পৃথিবীতে চলিতে পারে না।"

এই মতভেদের উপর কি আর কোন টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন আছে?

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫৩ পৃঃ।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আমি এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও মুরতাদের কতলের অস্বাভাবিক ও অবিচার মূলক মত পোষণ করিতেন না এবং আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, কোরআন করীম এই বিষয়ে তাঁহার আদর্শের উপর সন্দেহাতীতভাবে আলোকপাত করিয়াছে। চলুন, আমরা কোরআন করীমের মীমাংসা কি, দেখি। কারণ কোরআন মজীদের মীমাংসা অপেক্ষা উত্তম ও নিশ্চিত অন্য কোন মীমাংসা নাই। সুরাতুল্ মুনাফেকুনের কোন কোন আয়াতের উদ্ধৃতি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এই সুরার প্রতিই আমি ইঙ্গিত করিয়াছি এবং ইহারই মধ্যে মুরতাদের কতলের বিষয় আলোচিত শুধু মসলা হিসাবেই হয় নাই, বরং এ সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের আদর্শও বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্বারা বিষয়টির সকল দিকে আলোকপাত করিয়া সকল সন্দেহের অবসান করা হইয়াছে। এই সুরাহ্‌তে নিশ্চিতরূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে এমন মুরতাদদের সম্বন্ধে খবর দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা মুনাফেক রূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্য রসুল হওয়ার সাক্ষ্য দিত। কিন্তু খোদাতা'লা তাহাদের সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতেও কোন আদেশ নাযেল হয় নাই বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও নিজ হইতে তাহাদিগকে এই অপরাধে হত্যা করেন নাই। সম্ভবতঃ, মৌলানা এই সন্দেহ জন্মাইতে চাহিবেন যে, মুনাফিকগণ মিথ্যা কহিতেছে বলিয়া আল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী আয়েত এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন ঃ

اتخذوا ايمانهم جنة ●

অর্থাৎ, "তাহারা তাহাদের কসমগুলি ঢালরূপে ব্যবহার করিতেছে।" এই ঢাল প্রকৃত পক্ষে ইরতেদাদের শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পাছে তাহাদের মুনাফেকতের বিষয় জানিতে পারিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করেন, এই ভয়ে তাঁহাদিগের চক্ষে ধূলি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। আপাততঃ পালাইবার একটা পথ তো বাহির হইল! কিন্তু মৌলানা একটু অগ্রসর হইয়া দেখুন। এই সূরাহ্‌ এমনভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে যে, এখানে কোন অলীক কল্পণা প্রবেশের অবকাশও নাই। বস্তুতঃ, এই মুরতাদদের প্রসঙ্গে একটু পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন ঃ

وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله
لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ●

"এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় ঃ এস আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা অহঙ্কার করিয়া ঘাড় বাঁকায় এবং উদ্ধতভাবে মুখ ফিরাইয়া লয়।"
(সূরা মুনাফেকুন—১ম রুকু)

এই আয়েত থাকা সত্বেও اتخذوا أيمانهم جنة "তাহারা কতল হওয়ার ভয়ে কসম করিত" অর্থ করা এমন এক অন্যায়, যাহা অপেক্ষা বড় অন্যায় আর কিছুই হইতে পারে না। এই আয়েত হইতে যে সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফল পাওয়া যায় তাহা এই ঃ

১। এই মুরতাদগুলির ভীত হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং তাহাদিগকে তাওবা করিতে বলা হইলে তাহারা ঘাড় বাঁকাইত, মুখ ফিরাইত ও ভীষণ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত। মৃত্যুর ভয়ে কি কেহ এই প্রকার উদ্ধতা প্রকাশ করিতে পারে? যদি তাহারা কোন ভয়ের ফলে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিত, তবে এখানে বলা হইত যে, ইহা শুনিয়া ভয়ে তাহারা হতবিহ্বল হইয়া কাতরভাবে কসম করিত ঃ "আস্তাগফেরুল্লাহ্‌, ওল্লাহ্‌, বিল্লাহ্‌, তাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌র কসম। আল্লাহ্‌র দিব্য। আল্লাহ্‌র শপথ পূর্বক বলিতেছি।) আমরা তো মুমেন। যদি আমরা না মানিয়া থাকি, তবে তাওবা করিতেছি।"

(২) ইহারা কোন অপরিচিত বা অজ্ঞাত-নামা লোক ছিল না। মুসলমানগণ জানিতেন যে, এই মুরতাদগণ কে? তবেই তো তাহাদিগকে তাওবা করিবার জন্য নসিহত করিতেন।

অসম্ভব হওয়া সত্বেও যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাঁহারা পূর্বে জানিতেন না, কিন্তু এই সূরাহ্‌ অবতীর্ণ হওয়ার পর তো তাঁহারা অবশ্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

(৩) খোদা-তা'লা এই আয়েতে বলেন নাই যে, "এস, তাওবা কর। নচেৎ কতল করা হইবে।" বরং বলিয়াছেন ঃ "এস, আমার রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিবেন।" ইরতেদাদের শাস্তি কতল হইয়া থাকিলে, এই আয়েতের মজমুন কি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার হইত না?

কিন্তু এখানে মুরতাদগণ তো ইরতেদাদ অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিতেছিল। তাহারা খোলাখুলিভাবে মুসলমানদিগকে উপহাস করিতেছিল। ঘাড় বাঁকাইতেছিল। মুখ ফিরাইতেছিল। অহঙ্কার করিতেছিল। এখানে পৌঁছিয়া কোন কঠোর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্য আশা করিতে পারে যে, ইহার পরবর্তী আয়েতে তাহাদিগকে কেবল হত্যার আদেশই নয়, বরং কষ্ট দিয়া তাহাদিগকে বধ করিবার শিক্ষা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার জন্য আরো নৈরাশ্য প্রতিক্ষামান আছে। কারণ সন্নিহিত পরবর্তী আয়েতে বা উহার পরবর্তী আয়েতে-এমনকি সূরাহের অবশিষ্টাংশে কোথাও উহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ পাওয়া যায় না।

কতলের আদেশ থাকা দূরের কথা, এখন তাহাদিগকে আরো অবকাশ দেওয়া হইল। আল্লাহতা'লা তাহাদের সম্বন্ধে ইহার পর বলিতেছেন যে, ঐ মুরতাদগুলি শুধু মুসলমানদেরই নহে, বরং এই জালেমরা আদম কুল শ্রেষ্ঠ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। খোদাতা'লা বলেন ঃ

جن الاعز الى المدينة ليخر يقولون لئن رجعنا
للمؤمنين ولكن ولله العزة ولرسوله منها الاذل .
* المنافقين لا يعلمون و

'তাহারা বলে ঃ 'আমরা মদিনা পৌঁছিলেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি (অর্থাৎ, হতভাগা মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন্-সালুল) সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে (নাউজুবিল্লাহ, আল্লার রসুলকে) মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিবেন,"। অথচ সব সম্মান আল্লার, তাঁহার রসুল ও মুমেনগণের। কিন্তু মুনাফেকগণ ইহা জানে না।"

এই আয়েতে যে ঘটনার প্রতি সংকেত করা হইয়াছে তাহা এই যে এক যুদ্ধ উপলক্ষে কোন কোন মুনাফেক ও মুসলমানগণের সঙ্গে অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ বিন-উবাই-বিন্ সালুল তাহার মহফিলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবিত্র উক্তি করিয়াছিল। এই দূর্ভাগা ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, মদীনায় প্রত্যাগমনের পর (নাউযুবিল্লাহ্) রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সাথীদিগকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিবে। এই কথা যখন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছিল ও তিনি অনুসন্ধান করিলেন, তখন তাহারা মিথ্যা কথা বলিল এবং বলিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এক অল্প বয়স্ক বালকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার অহী দ্বারা সুরাহ্ মুনাফেকুনে বিষয়টি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং ঐ সাক্ষ্যের সত্যতার সমর্থন করিলেন।

ইহা এমন এক অপরাধ ছিল, যাহার জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের অনুরক্ত সকলেরই মর্মাহত এবং ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা এবং স্বাভাবিক ভাবে মানুষ মনে করিবে যে, এই দুর্ভাগাকে ইহার জন্য নিশ্চয় কোন শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ তাহার অপরাধ শুধু ইরতেদাদ ছিল না, বরং এই নিকৃষ্ট হীনমতি মুরতাদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রসুলের প্রতি চরম অশিষ্ট আচরণের অপরাধে অপরাধী ছিল। অধিকন্তু সে এই কথাগুলি এক যুদ্ধাভিযানের মধ্যে বলিয়াছিল, যখন জাতির জীবনে এক বিষম সময় যাইতেছিল। এইরূপ সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রকার কথা বলা স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকা এবং ইহার শাস্তি প্রাণদণ্ড। বিশেষতঃ, এক বিশেষ দলের মধ্যে বসিয়া এই প্রকার কথা বলা আরো ভয়াবহ অপরাধ। এই কথার মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা আহত, মর্মপীড়িত ও রোষান্বিত হৃদয়ের ইহা পাঠে আশ্চর্যের কোনই সীমা থাকে না যে, উক্ত প্রকার কোন শাস্তি খোদাতা'লার তরফ হইতেও অবতীর্ণ হয় নাই বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম নিজেও উহার ব্যবস্থা করেন নাই! ইহা এমন এক সময়ের ঘটনা যে, জনাব মওদুদী সাহেবও ইহার এই অর্থ করিতে পারিবেন না যে, তখন মুসলমানদের দুর্বলতার সময় ছিল এবং ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কারণ উক্ত সময় মৌলানার ভাষাতেই এমন ছিল যে ঃ

کے بعد دائی جب رعظ و تلقین کی نا کامی
میں لی *** تو رفتہ رفتہ تو اوار ھا تھ اسلام نے

طبیعتوں سے زنگ چھوٹنے لگا - کاہلی اور شرارت
نکل گئے * فاسد مادے خود بخود

"যখন ওয়াজ নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বায়ক তরবারি হাতে লইলেন * * * তখন ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্টামীর কালিমা দূর হইতে লাগিল। প্রকৃতি হইতে অশুদ্ধ ধাতু আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল।"

বস্তুতঃ, ইহা সেই তরবারি ধারণের সময়েরই কথা, যখন অনাচার ও দুষ্টামীর কালিমা দূর হইতেছিল এবং প্রকৃতি হইতে অশুদ্ধ ধাতু আপনা আপনি বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু মৌলানার এই অভিমতের কথা বাদ দিলেও ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য দ্বারা জানা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ) সেই মুনাফেকের ভয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এই প্রকার ভাবিবার কোনই হেতু নাই। প্রথমতঃ, এই প্রকার চিন্তা মনে স্থান দেওয়াই সেই পবিত্র রসুলের প্রতি ভীষণ অবমাননাসূচক। দ্বিতীয়তঃ ঐ হতভাগার শক্তির পরিচয় ইহার দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহার নিজের পুত্র তাহাকে ছাড়িয়া রসুলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এক বিনীত খাদেম হইয়াছিল। সে এমন আত্মনিবেদিত ছিল যে, তাহার পিতার সম্বন্ধে যখন জানিতে পারিল যে, তাহার পিতার মুখ হইতে এই অশ্লীল কথা বাহির হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের জন্য প্রেম ও ভক্তি এক আশ্চর্য আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সেই মহাপ্রিয় জনের অবমাননা তাহার চিত্তে ভীষণ প্রতি হিংসা বহ্নি প্রজ্জলিত করিল। সে আঁ-হযরতের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া নিবেদন করিল, "রসুলুল্লাহ্, যদি আপনি আমার হতভাগ্য পিতার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে হুকুম করুন, আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিব।" কিন্তু সেই মূর্তমান দয়ার সাগর এই ছেলের প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করিলেন। কত অসীম দয়া তাঁহার। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাপুরুষ, মানবতার কলঙ্ক এক ঘোর নীচ পামর মুরতাদকেও ক্ষমা করিলেন। ইহার পরে আরও এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। যে নিষ্কলঙ্ক দয়ার অবতারের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করা হইয়াছিল, তিনি তো ক্ষমা করিলেন। কিন্তু অপরাধীর পুত্র তাহার পিতাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। মদীনার সীমানায় ঐ দলটি প্রবেশ করিতেছিল এবং আবদুল্লাহ্-বিন-উবাইও প্রবেশ করিবে, এমন সময় সেই পুত্র, যাহার চিত্ত তখনও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের অবমানায় ক্রোধে অধীর, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার পিতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া বলিল: "খোদার কসম, আজ আপনার মুণ্ড ছেদ করিব এবং মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না, যদি না আপনি এখানে ঘোষণা করেন যে, আপনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাপুরুষ।" পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, আজ রক্ষা নাই। সে যাহা বলিতেছে, তাহা করিতে হইবে। সুতরাং চক্ষু নত করিয়া আপন কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতেও বোধ হয় রক্ষা পাইত না। কিন্তু জানেন কি, কে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? সকল প্রিয় অপেক্ষা সেই প্রিয় রসুল, সেই সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল পুরুষ তিনিই, যিনি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহেস্ সালামের দোয়ার ফল, যাঁহার আগমন সম্বন্ধে হযরত মুসা (আলাইহেস্ সালাম) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন,—হাঁ সেই মহা হৃদয়—জয়কারী, যাঁহার প্রেমের গীত দাউদ আলাইহেস্

সালামও গাহিতেন, সেই মূর্ত রহমত সেই অপরাধী পিতাকে তাহার পুত্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উষ্ট্র নিকটবর্তী হইলে তিনি যখন ব্যাপারটা দেখিতে পাইলেন, তখন তাড়াতাড়ি উষ্ট্র চালাইয়া পুত্রকে নিষেধ করিলেন এবং পিতাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন।

এই ছিল তাঁহার ব্যবহার এমন এক মুরতাদের প্রতি যে সকল মুরতাদদের সর্দার, যাহার ইরতেদাদের সাক্ষ্য স্বয়ং খোদাতা'লা দিয়াছেন এবং নিজ বাক্য দ্বারাও সে তাহার চরম গুলানার উপর চিরকালের জন্য মোহরাঙ্কন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা ইরতেদাদের অপরাধের শাস্তি কতল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে বলিতে চাই যে, আমার প্রিয় ধর্মগুরুর দয়া এখানেই শেষ হয় নাই। ইহার আরো মহত্তর ও উচ্চতর বিকাশ আছে।

সেই সময় কাটিয়া গেল। তখন বা তাহার পরে কেহই সেই মুরতাদ নেতা বা তাহার সাথীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে নাই। এমন কি, তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তাহার বিছানায় সে প্রাণত্যাগ করে। অতএব, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম চিরদিনের জন্য তাঁহার নিজ আদর্শ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইসলামে (ধর্মত্যাগের) শাস্তি কতল নয় এবং এ সাক্ষ্য কোরআন করীমে অনন্তকালের জন্য লিখিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যবহার এমন মুরতাদগণের প্রতি করিয়াছিলেন, যাহাদের ধর্মত্যাগ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। কারণ তাহাদের ধর্মত্যাগের ফাতওয়া কোন মানুষ দেয় নাই, পরন্তু সেই আলিমুলগায়েব খোদা দিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের সকল গোপন কথা জানেন এবং সকল সাক্ষীর চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী সাক্ষী। শুধু ইহাই নয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ-বিন উব্বাইকে এই পৃথিবীতে কোন শাস্তি দেন নাই বরং তাঁহার রহমতের চূড়ান্ত নিদর্শন এই যে, আবদুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন, না জানি সে পরলোকে শাস্তি ভোগ করে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার হৃদয় সেই ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি আজীবন তাঁহার সহিত শত্রুতা করিল, যাহার হৃদয় তাঁহার উন্নতি দেখিয়া হিংসা ও দ্বেষে ভরিয়া যাইত, যাহার হৃদয় সর্বদা তাঁহার ঈর্ষায় দগ্ধ হইত তিনি তাহার মৃত্যুতে তাহার জানাযার জন্য বাহির হইলেন, যেন খোদার নিকট কাঁদিয়া তাঁহার অসীম দয়া ও ক্ষমার মধ্যবর্তীতায় তাঁহার এই হতভাগ্য শত্রুর জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করিতে পারেন। তাঁহার এই পবিত্র উদ্দেশ্যের সন্ধান এভাবে পাওয়া যায় যে, তিনি জানাযার জন্য বাহিরে আসিলে, হযরত উমর রাজিআল্লাহু আনহু জানাযা না পড়িবার পরামর্শ নিবেদন করেন। কিন্তু তাঁহাকে দৃঢ় সংকল্প দেখিতে পাইয়া, তিনি কোরআন করীমের এক আয়েত পেশ করিলেন। সেই আয়েতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ

ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم *

(سورة توبة)

অর্থাৎ—"যদি তুমি তাহাদের জন্য (অর্থাৎ মুনাফেকদের জন্য) সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু অল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।"

[সুরাহ্‌ তাওবা']

ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এতই প্রাণস্পর্শী যে, হৃদয় তাঁহার জন্য আপনা আপনি উৎসৃষ্ট হয় এবং রূহ্‌ তাঁহার পদযুগল চুম্বন করিতে থাকে। তিনি বলিলেনঃ উমর, খোদাতা'লা ৭০ বারের কথা বলিয়াছেন। আমি ইহা অপেক্ষা অধিকবার ক্ষমা চাহিব।

অতএব, আমার প্রভুর প্রতি, হে দলননীতি আরোপকারিগণ! তোমরা কোথায় আছ, এস। আমি

তোমাদিগকে সেই অদ্বিতীয় প্রাণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিই, যাঁহার দয়া ইবরাহীম আলাইহেস্ সালামের দয়া অপেক্ষা কত অধিক ছিল, যাঁহার ক্ষমাশীলতার তুলনায় মসিহ্ আলাইহেস সালামের ক্ষমা তুচ্ছ হইয়া যায়। তাঁহাকে পৃথিবীর যে সকল নিকৃষ্ট কীট দংশন করিয়াছে, তিনি সেই রক্তপায়ী মহা অত্যাচারীদিগকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন। এস সেই দয়াদ্রচিত্তের দৃশ্য দেখ, সেই বিনীত- চিত্তের সন্দর্শন লাভ কর, যাঁহার মহা সহিষ্ণুতার সম্মুখে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সহিষ্ণুতা লজ্জাবনত। সত্য কথা এই যে তিনি পূর্ণতম গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশক এবং প্রত্যেক গুণে তিনি সকল নবীর সেরা। তাঁহার আলোক দীপ্ত চেহারার প্রতি চাহিয়া বল যে, তিনি কি সেই মানুষ, যাঁহার ছবি তোমরা তোমাদের ঘোর কৃষ্ণকায় লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি কি সেই ব্যক্তি, যাঁহার এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কোরআন ছিল?

হায়, কত ভাল হইতযদি তোমাদের চক্ষু লজ্জায় নিমীলিত হইত এবং ক্ষোভে ও অনুশোচনায় তোমাদের চক্ষু হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইত।

কিন্তু তোমাদের হৃদয় টলিবার নয়।

— ঃ০ঃ —

দলন নীতির আরো কতিপয় দিক

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের যে ছবি মৌলানা মওদুদী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, এই ছবি প্রত্যেক অমুস্‌লিমকে ইস্‌লাম হইতে বিমুখ করিবার জন্য যথেষ্ট। মওদুদী সাহেবের ইস্‌লামের ধারণা কবি সাওদার ছোট একটি বাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—

لا نا ہے غنچے میرا قلمدان ٭

[আরে গুনচে, আমার কলমদান আন।]

সাওদা, একজন ব্যঙ্গ কবি ছিলেন। কোন বিরুদ্ধ মত পোষণ কারীকে তাঁহার মতে অনিতে হইলে, শোন যায় তিনি এই বলিয়া ধমক দিতেন।

মৌলানার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মর্মবাণী কতকটা এই প্রকারেরই ঃ

لا نا ہے غنچے میری تلوار ٭

আরে গুণচে, আমার তলোয়ার আন]

সুতরাং, এখনও তাঁহার তরবারির ধমক শেষ হয় নাই এবং এখনও কঠোরতার আরো কিছু নিদর্শন বাকী আছে।

ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور

[যতই প্রতিমা ভাঙ্গায় আমরা ত্বরা করিলাম, এখনও পথেই রহিয়া গিয়াছি, আরো ভারি ভারি প্রস্তর বাকী আছে।]

কঠোরতার রথচক্র একবার চালু হইলে কঠোরতা ব্যতীত আর কিছুই উহাকে রোধ করিতে পারে না। এখন যে ভারি পাথর পথে আসিয়া দেখা দিল, তাহা এমন ভয়ানক ধারণা, যাহা পেশ করার পর তবলীগের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ইঁদুরের ফাঁদে ইঁদুর তখন আবদ্ধ হয়, যখন সে টের পায় না। জন্মগত মুসলমানের অবস্থা সে দেখিয়াছে। এবাদতের নিয়ম-কানুনও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। ধর্মের নামে খুনাখুনিও সে দেখিয়াছে। বিদ্রোহের সাধারন শিক্ষার সহিতও তাহার পরিচয় হইয়াছে। এখনও কি সে সেই নির্বোধ, অসতর্ক ইঁদুরই রহিয়াছে যে, সে নিশ্চয় ফাঁদে পড়িবে?

این بیشه مپندار که خالی ست
باید که پلنگ خفته باشد

[এই জঙ্গলকে খালি মনে করিও না, ইহাতে কোন ব্যাঘ্র লুক্কায়িত থাকিতে পারে]।

—ঃ০ঃ—

প্রতিবেশীর হক্

কিন্তু এই ভারি পাথর বাহ্যিকভাবে যতই বড় পর্বত-বৎ প্রতীয়মান হউক না কেন, মওদুদী সাহেবের কঠোর দলন নীতির সম্মুখে সকল বাধা তুচ্ছ এবং পথের ধূলার ন্যায় উড়িয়া যায়। অন্যদের জন্য তিনি একটি তিনমুখী প্রোগ্রাম তৈরী করিয়াছেন। ইহার প্রথম অংশের সম্বন্ধ প্রতিবেশীর অধিকার লইয়া। অন্য কথায়, ইহার সারমর্ম হইল ঃ ইঁদুর আমাদের নিকট না আসিলেও আমরা ইঁদুরের নিকট যাইতে পারি।

কাফের প্রতিবেশী দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাইবার একটি বৈধ কারণ তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের কথাতেই শুনিবার যোগ্য ঃ

'ইস্‌লাম, এই বিপ্লব কোন এক দেশে বা কয়েকটি দেশে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে আনিতে চায়। যদিও প্রথমতঃ মুস্‌লিম পার্টির ইহাই কর্তব্য যে, তাহারা যেখানে যেখানে থাকে সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করিবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি বিশ্ব-জনীন বিপ্লব ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

[হকিকতে জেহাদ, ৬৩ পৃঃ]

এখানে আমিও মৌলানার সহিত একমত। বিশ্বব্যাপী বিপ্লব আনায়ন ব্যতীত ইস্‌লামের শেষ গন্তব্য আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, বিপ্লব অর্থে মৌলানা হুবহু তাহাই মনে করেন, যাহা কম্যুনিষ্ট বিপ্লব বলিতে বুঝাইয়া থাকে। এমন কি, শ্লোগানও একই। কিন্তু আমার মতে, ইসলামের শেষ লক্ষ্য বিশ্ব-ব্যাপী আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন।

মৌলানার ইস্‌লামী বিপ্লব হইল পদে পদে কম্যুনিজমের আদর্শ পালন। ইতিপূর্বেও আমি এক স্থানে বলিয়াছি, যদি পাঠক মুসলিম পার্টির স্থলে কম্যুনিষ্ট পার্টি পাঠ করেন, তবে কোন সাম্যবাদীর সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, 'ইহা লেনীনের স্বর-না মওদুদী সাহেবের? সাম্যবাদের বৈপ্লবিক বুনিয়াদ ও ব্যক্তির উপর নয়, বিচারের উপর স্থাপিত। মওদুদী সাহেবের বিপ্লববাদও এই কেন্দ্রীয় চিন্তাধারার আশে পাশে ঘোরাফেরা করিতেছে। সবচেয়ে বড় কথা, উভয়েরই বৈধতার কারণও একই ধরনের এবং প্রতিবেশীর অধিকার সংক্রান্ত ধারণাও সম্পূর্ণ এক। দেখুন, মওদুদী সাহেব বলেন ঃ

"মানুষের সম্বন্ধগুলি এত ব্যাপক যে, কোন একটি দেশও উহার আপন নীতি অনুযায়ী পুরাপুরি চলিতে পারে না, যে পর্যন্ত না প্রতিবেশী দেশেও ঐ নীতি প্রচলিত হয়। মুসলিম পার্টীর পক্ষে সাধারণ সংস্কার ও আত্ম-রক্ষা উভয় উদ্দেশ্য পুরণের জন্য ইহা অনিবার্য যে কেহ কোন এক দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়। ১

আপনি প্রতিবেশী দেশগুলির অধিকার সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের ইসলামী মতবাদ দেখিলেন। ইহার মধ্যে ও কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

এখন আগে চলুন। এই উদ্দেশ্য সাধন কিরূপে হইবে? সেই উপায় হইল একদিকে এই মুসলিম পার্টী সকল দেশের অধিবাসীকে এই নীতি মানিয়া লইতে আহ্বান করিবে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত অপরদিকে ঐ পার্টীর শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অ-ইসলামী রাষ্ট্রগুলির বিলোপ সাধন করিবে।"

কঠোরতা ও হীন কাপুরুষতার যে অভিনব সংমিশ্রন শেষোক্ত বাক্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহার কোনও তুলনা নাই।

"শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া * * *' বা অন্য কথায় যেখানে কাহাকেও দুর্বল দেখিতে পাইবে মারপিট করিয়া বাধ্য করিয়া লইবে এবং যেখানে শক্তির সাক্ষাৎ

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ৬২ পৃঃ।

পাইবে, সেখানে দাওয়াত-নামা বাহির করিয়া পেশ করিবে। দুর্বল নিগ্রহিত মজলুম, যাহাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তাহাদের সম্পর্কে এই নীতি সহ্য হয় কারণ তাহাদের এই আক্রমণ রোধ করিবার সাধ্য নাই। তাহারা দুর্বল বলিয়া যুদ্ধ করিলে আরো মার খাওয়ার ভয়ে চুপ করিয়া থাকিলে মানুষ ইহাকে অক্ষমতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারে। কিন্তু কোন আক্রমনকারীর এক পকেটে ছোরা ও অন্য পকেটে নিমন্ত্রণ কার্ড রাখার নীতির জন্য যে নাম আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠে তাহা লিখিলে মৌলানা নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হইবেন এবং খুব বেশী রকম অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তিনিও নাচার মজবুর। যদি ধর্ম মতকে বিকৃত করা হইয়া থাকে এবং যুক্তি, প্রমাণ, উচ্চ নৈতিকতা, কুরবানী, দোয়া, উপদেশ ও ধৈর্য—এই সকল আত্মিক অস্ত্র-শস্ত্রের টুকরা উড়িয়া গিয়া থাকে তবুও যে কোন ভাবে হউক ইসলামের বিস্তার করিতে হইবে।

আল্লাহ্‌তা'লা নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহারা জানে শুধু মধুর গান করিতে কিম্বা, কাহারো আছে নিখুঁত সৌন্দর্যের শব্দহীন ডাক। কোন কোন জন্তু হিংস্র আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে নিমন্ত্রণ পত্র—এ প্রকার সংযোগ অতি দুর্লভ। লর্ড-লরেন্সের একটি প্রতিমূর্তির কথা আমার মনে পড়ে। উহার এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে কলম ছিল। অর্থাৎ, কলমের শাসন না মানিলে তরবারির শাস্তি পাইবে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ইহার সম্পর্ক ছিল কেবল ঐ সমস্ত লোকের সহিত, যাহাদিগকে প্রথম হইতেই তরবারির বলে অধীনে আনা হইয়াছিল এবং কলমও ছিল সেই তরবারি ওয়ালাদের হস্তে। কিন্তু যুগের এমন এক অদ্ভুত মূর্তি আজ তৈরী হইতে চলিয়াছে, যাহার এক হাতে আছে উন্মুক্ত চকচকে তরবারি যাহাতে ঝুলান ক্ষুদ্র এক নিমন্ত্রণ-কার্ড এবং অপর হাতে একটি রৌপ্য-পাত্রে সুসজ্জিত সুন্দর একখানি ছাপান নিমন্ত্রণ-পত্র। যে হাতে তরবারি, উহা এক শীর্ণকায় জীর্ণদেহ ও অসহায় অর্ধমৃত ব্যক্তির দিকে উত্তোলিত। অন্যদিকে, রৌপ্য পাত্রধারী হাত এক দৈত্যাকৃতি বিপুলকায় অমিততেজ যুবকের সেবার্থে রৌপ্য-পাত্রটি পেশ করিতেছে। কিন্তু এই পাত্রের মধ্যে যদি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কার্ড এই মর্মে লিখিয়া রাখা হয়, "হুজুর, এখন আমরা দুর্বল। শক্তি সঞ্চয় মাত্র আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইব।" তাহা হইলে এ বিষয়ে কি খেয়াল করা যাইতে পারে? কিন্তু যদি কোনক্রমে অনুমান করিতে ভুল হয় অথবা বৈপ্লবিক দৃষ্টি বিভ্রমে কোন শক্তির বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলিত হইয়া যায় তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে?

যাহা হউক, মওদুদী সাহেবের কিন্তু ইহাই ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা। তিনি এই ব্যাপারে স্বাধীন। নিয়মের অধীন তো আমরা। আমাদের কিছুই বলিবার অনুমতি নাই। এই পরিকল্পনার সার, সহজ কথায় এই দাঁড়ায় "যেহেতু তোমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং তোমাদের সব রকমের কল্যাণের ব্যবস্থা করা এবং তোমাদিগকে সর্ব প্রকারে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য, সুতরাং তোমাদিগকে আমাদের অপেক্ষা দুর্বল পাইলে চক্ষু বন্ধ করিয়া গলধকরণ করিবার আমাদের অধিকার আছে।

আরো দুইটি তত্ত্ব

এই তবলীগী প্রোগ্রামের দুইটি সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হইল মুসলমানদিগকে অমুসলমানগণের তবলীগ করিবার অধিকার সম্পর্কে। ইহার উত্তর বেশ পরিষ্কার।

"এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান ধর্মত্যাগীর জন্য হত্যাদণ্ডের আইনই করিয়া দিয়াছে। ['না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশরী'—উদ্ধৃতি দাতা]। কারণ, যখন আমরা আমাদের এলাকার মধ্যে

কোন মুসলমানকে ইস্‌লাম হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ করিবার অধিকার দিই না, তখন ইহার অপরিহার্য অর্থ ইহাই যে, আমরা দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে ইসলামের মুকাবিলায় অন্য কোন আহ্বান উত্থিত এবং প্রসারিত হওয়াকেও সহ্য করিতে পারি না।" ১

যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে আমার নিজ কথায়ও কিছু ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি। মওদুদী সাহেবের ইসলাম নিম্নলিখিত অধিকারগুলি নিজের জন্য সংরক্ষিত করিয়াছেন ঃ

(১) তবলীগী দাওয়াত প্রেরণ। (২) কেহ গ্রহণ করুক বা না করুক যাহার উপর ক্ষমতা চলে আক্রমণ করিতে হইবে এবং বলপূর্বক রাষ্ট্র শক্তি ছিনাইয়া লইতে হইবে।

(৩) যদি নিজেদের কোন ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

অতএব, স্পষ্ট কথা অন্য কোন ধর্মের কি অধিকার আছে যে, এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করে? অন্য ধর্মগুলির কি সত্য আছে যে উহাদের এই অধিকারগুলি থাকিবে? সাচ্চা শুধু মওদুদী সাহেব।

কাফেরগণের মধ্যে কাফেরদের তবলীগ নিষেধ

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে শেষ তত্ত্ব, যাহা মৌলবী সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন কাফের যদি কাফেরদেরই মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়া দেয় তাহা হইলে আশঙ্কা আছে কোন কাফের অন্যের দলভুক্ত করিয়া তাহাকে ধ্বংসের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। সুতরাং ঐ কাফেরগণ কাফেরদের মধ্যে তবলীগ করিবার অধিকার কোথা হইতে পাইল? কথাগুলি আমার; কিন্তু যুক্তি মওদুদী সাহেবের। এখন মওদুদী সাহেবের লিখিত তাঁহার দলীল শুনুন ঃ

"এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহাই যখন ইসলামের মূল নীতি তখন একথা পসন্দ করাতো দূরের কথা সহ্য করাও কঠিন যে, মানব জাতির মধ্যে ঐ আহ্বানের ছড়াড়ি হইবে, যাহা তাহাদিগকে চির ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। ঐ সকল ভ্রান্ত আহ্বানকারীকে এই খোলা লাইসেন্স দেওয়া যায় না যে, তাহারা নিজে যে অগ্নির দিকে যাইতেছে, অন্যকেও টানিবে।" ১

মওদুদী সাহেবের নিজের কথাও আপনারা পাঠ করিলেন। আমি ইহার উপর আর কি বলিব?

حیراں ہوں دل روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں
مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں

['মনে মনে কাঁদিব কি বুক চাপড়াইব এই ভাবিয়া আমি অস্থির। সম্ভব হইলে বিলাপকারীকে সঙ্গে রাখি।]

এখানে প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদিগকে প্রচারের অনুমতি দেওয়া যায় কি না? বরং প্রশ্নটা ছিল কাফেরদের মধ্যে কাফেরদিগকে তবলীগের অনুমতি দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মওদুদী সাহেবের মতে ইসলাম অসত্যের দিকে আহ্বানকারীদিগকে ইহার অনুমতি দেয় না। দলীল কতকটা এই ভাবে খাড়া করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং কুফরের আগুনে পড়িয়া আছে তাহাকে নিজের দিকে অন্যকেও আহ্বান করিবার অনুমতি কি প্রকারে দেওয়া যায়? অথচ প্রকৃতপক্ষে, যে আগুনে এক প্রকারের কাফের পতিত, সেই আগুনেই অন্য প্রকারের কাফেরও পতিত। আগুনের মধ্যে তাহাদের থাকার প্রশ্নের সম্বন্ধ যেটুকু

(১) মৌলানা মওদুদী সাহেবের লেখা 'মুরতাদ কি সাজা ইসলামী কানুন মেঁ", ৩২ পৃঃ।

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৩৫ পৃঃ

তাহাতে দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এজন্য মওদুদী সাহেবের যুক্তি প্রকৃতপক্ষে এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম ইহাও সহ্য করিতে পারে না যে, এক মহা ব্যাপক অগ্নির মধ্যে যে সকল কাফের দগ্ধ হইতেছে, তাহারা অগ্নির অন্য পার্শ্বস্থ লোকদিগকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে। কারণ এই অনুমতি দেওয়া হইলে যাহারা সেই আহ্বানে সাড়া দিবে, তাহারা পুড়িয়া যাইবে। অতএব ইসলাম এই প্রকার জুলুম কি ভাবে সহ্য করিতে পারে?

অতএব মানব জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতির তাকিদ হইল, প্রথমতঃ কিছু ফুসলাইয়া কিছু ভয় দেখাইয়া ও ধমক দিয়া লোকগুলিকে এই অগ্নি হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি কেহ না মানে, তবে অন্ততঃ ইহা অবশ্যই করিতে হইবে যে, যুদ্ধ করিয়া তরবারির বলে সেই অগ্নিস্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিবে এবং কর্তৃত্ব লাভের পর উন্মুক্ত তরবারীধারী প্রহরীর দল ঐ সকল দগ্ধমান কাফের-গণের উপর প্রহরা দিতে থাকিবে এবং এক ঘোষণা-কারী এই ঘোষণা করিবে, "সাবধান! তোমাদের কেহই অন্যকে নিজের দিকে ডাকিবে না। নচেৎ গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে তো তোমরা সকলেই পুড়িয়া মরিবে। ইহা চিন্তায় আসিলেও আমাদের চক্ষু অশ্রু শিক্ত হয়। সুতরাং যে পার্শ্বে যেখানে যে জলিতেছ, সেখানেই এবং সেই পার্শ্বেই সে জলিতে থাক। নচেৎ, মারিতে মারিতে আমরা তোমাদেরকে টুকরা টুকরা করিয়া দিব। তোমাদের লজ্জা নাই? আমাদিগকে দুঃখ দাও! জালেম সব কোথাকার!"

এই ঘোষণা শুনিয়া কাহার সাধ্য যে, কেহ কিছু বলে বা স্থান পরিবর্তন করে? কিন্তু যদি এই স্থায়ী কণ্ঠ-রোধে অধীর হইয়া এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে নির্ভিক হইয়া কোন দগ্ধমান ব্যক্তি এই প্রশ্ন করিয়া বসে, "হে মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ্‌! আপনি আমাদের সকল আজাদী ছিনাইয়া লইয়াছেন, আমাদের পা শিকলে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কেবল এই উদ্দেশ্য লইয়া যে কোন প্রকারে আমাদিগকে ঐ অগ্নি স্থান হইতে বাহির করেন, যাহাকে আমরা অগ্নি স্থান মনে করি নাই। এবং আযাবের সেই জ্বালা হইতে রক্ষা করেন, যাহার জ্বালা আমরা অনুভব করি নাই। প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্‌! আমরা ঐ অগ্নিকে অগ্নি মনে করি না। কিন্তু এই তরবারির বলে আমাদের নিকট হইতে রাষ্ট্র ছিনাইয়া আমাদের স্বাধীনতা লোপ করিয়া যে অগ্নি আপনি আমাদের বক্ষে প্রজ্জলিত করিয়াছেন, উহা আমাদিগকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিতেছে। ইহার পরিবর্তে আমরা কি পাইয়াছি? * * * আমরা কি এখনও তেমনি অগ্নিস্থানে পড়িয়া নাই, যাহা হইতে আপনি আমাদিগকে বাহির করিতে চাহিতেছিলেন? সুতরাং, এখন আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কি দৃশ্য দেখিতেছেন? অগ্রসর হউন। আপনার সহানুভূতির দাবী সত্য হইয়া থাকিলে হয় আমাদিগকে এই অগ্নি-স্থান? হইতে বাহির করুন যাহা আপনার নিকট অগ্নি স্থান, যেন আমরা স্বাধীনতার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি অথবা সেই অগ্নি-নির্বাপিত করুন, যাহা আপনি স্বয়ং আমাদের চিত্তে প্রজ্জলিত করিয়াছেন।"

এই করুণ চীৎকার শুনিয়া সেই ঘোষণাকারী প্রত্যুত্তর করিবে যে, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে একটিকেও পরিবর্তন করা যায় না। ইসলাম ইহার অনুমতি দেয় না। মৌলানা বলেন ঃ

"অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব বেশী ইসলাম যাহা মানিতে পারে তাহা এই যে, যে ব্যক্তি নিজে কুফরের উপর কায়েম থাকিতে চায়, সে তাহার ইষ্টের পথ ছাড়িয়া যেন তাহার ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে এবং ইহাও ইসলাম শুধু এইজন্য মানিয়া লয় যে, বল-

পূর্বক কাহারও মধ্যে ইমান ঢুকান **প্রকৃতির বিধান** মতে সম্ভবপর নহে।" ১

এই উত্তর শুনিয়া সেই প্রার্থীর মনের যে অবস্থা হইবে, প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিই উহার কতকটা অনুমান করিতে পারেন। সে কি ঐ মহাগ্নির প্রাচীরে এইজন্য তাহার মাথা ঠুকিতে থাকিবে না এই বুযুর্গ, এই ধর্মগুরু যখন জানিতেন বল পূর্বক কাহারও মধ্যে ইমান ঢুকান প্রকৃতির বিধান মতে সম্ভবপর নহে, তখন তিনি এ যাবত তাহার প্রতি একি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন?

কিন্তু আমি বলি, সেই কাফেরকে তাহার মহাগ্নির প্রাচীরে মাথা ঠুকিতে দিন এবং একটু তাহাও শুনুন, যাহা এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমার মনে উদয় হইয়াছে। মহাকবি গালিব বলেন ঃ

ہے دل شوریدۂ غالب طلسم پیچ و تاب -

গালিবের হৃদয় দুঃখ ও ক্রোধে বিভ্রান্ত

বস্তুতঃ, নানা প্রকার ভাবের উন্মাদনায় চিত্ত এক আশ্চর্যজনক প্রহেলিকায় পরিণত। বিস্ময়, ক্ষোভ, রোষ ও নানা প্রকার চাঞ্চল্য উঠাপড়া করিতেছে। যে সকল প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য করিতে এমন কি মওদুদী সাহেব নিজেও সাহসী নহেন, তিনি কি প্রকারে এত হটকারিতা ও দুঃসাহসের সহিত আমাদের প্রভু হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপ করিতেছেন?

তাঁহার কল্পনা জগতে যেখানে কঠোরতার রাজ্য বিরাজিত এবং যথায় অবিরাম অসি চালনা ছিল এবং মানুষের মুণ্ডপাত ক্রিয়া চলিতেছিল সেখানে যখন তিনি শেষ যায়গায় পৌঁছিলেন এবং যে দুর্গ ভাঙ্গিয়া চুরমার করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল উহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল, তাঁহার পদস্খলন ঘটিল এবং তিনি প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ক্রিয়ার দাবী পর্যন্ত করিতে সাহস করিতে পারিলেন না। এখানে তিনি প্রকৃতির এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন ঃ

"বল পূর্বক কাহারও মধ্যে ইমান ঢুকান প্রকৃতির বিধান মতে সম্ভবপর নহে।" *

আমি জিজ্ঞাসা করি, যখন তিনি আমার প্রভু হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি এই নাপাক অপবাদ আরোপ করিতেছিলেন তখন এই প্রকৃতির ধ্বনি নীরব ছিল কেন? তখন কেন তিনি এই ধ্বনি শুনিতে পান নাই, যখন তাঁহার লেখনি এই বিষোদ্গার করিতেছিল ঃ

"* * * জাতি তাঁহার আহ্বান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু ওয়াজ ও শিক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বাহায়ক যখন হাতে তরবারি লইলেন, * * * তখন ক্রমে ক্রমে অনাচার ও দুষ্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল।"

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا

[আমাকে হত্যার পর তিনি অত্যাচার হইতে তাওবা করিলেন। হায়রে, সেই শীঘ্র শীঘ্র অনুশোচনাকারীর অনুশোচনা!]

যদি তাঁহার এই দাবী ঠিক হয়, হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তরবারির বলে হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করিয়াছিলেন, তবে ইহা মিথ্যা কথা, 'বলপূর্বক কাহারও মধ্যে ইমান ঢুকান প্রকৃতির বিধানের মতে সম্ভবপর নহে।" পক্ষান্তরে যদি তাহার শেষের উক্তি সত্য হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত সত্য, তবে এ কথা নিছক **মিথ্যা** যে,

---

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৩৫ পৃঃ

* زبردستی کسی کے اندر ایمان اُتار دینا قانون فطرت کے تحت ممکن نہیں ۔

আমার প্রভু তরবারির ধারে হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু জুলুমের একশেষ! মওদুদী সাহেবের জন্য তুলাদণ্ড প্রকৃতি এবং প্রভুর চরিত্র মাপিমার জন্য যত প্রকৃতিবিরুদ্ধ মাণদণ্ড!

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখন এই অপবাদ আরোপ করিয়াছেন তখন অন্ততঃ শিষ্টাচার ও বিশ্বস্ততার তাকিদে আপনার নিজের মস্তকও এই অপবাদের ছুরিকার নীচে স্থাপন করা উচিত ছিল। সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহে আলাইহীমের প্রেমের এমন অবস্থা ছিল যে, প্রভুর দিকে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক আঘাত তাঁহারা নিজের দেহে ও হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, হুনাইনের যুদ্ধ রঙ্গস্থলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে নিক্ষিপ্ত তীর রোধ করিতে হযরত তালহা রাজি আল্লাহু আনহুর হাত চিরদিনের জন্য বেকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মৌলানার অবস্থা এই যে, তীর রোধের পরিবর্তে তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রুদের সহযোগিতায় তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদের তীর বর্ষণ করিতেছেন এবং মৌলানার দিকে সেই তীর যখন নিক্ষিপ্ত হয় তখন তিনি গা বাঁচাইয়া দূরে সরিয়া দাড়ান।

تلك إذاً قسمة ضيزى -

"ইহা একান্তই খারাপ বণ্টন!"

মুরতাদ হত্যা জুলুম নয়, দয়া

ইহা বিষম দোষ-দুষ্ট বাটোয়ারা, কিন্তু বণ্টনকারীর উপরই বাটোয়ারা নির্ভর করে। বণ্টনকারীর চিন্তার প্রকৃতি তাহার কল্পনার প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর মোহর অঙ্কন করে। কোন শিল্পী, কোন চিত্রকর, বা কোন কবি তাহার শিল্প, চিত্র বা কবিতা দ্বারা যেমন পরিচিত হন এবং ঐগুলি বিভিন্ন অবস্থার ফল হওয়া ছাড়াও স্ব-স্ব স্রষ্টার রূপ বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে যেমন নিহিত থাকে, তেমনই মওদুদী সাহেবেরও প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে তাঁহার একটা বিশেষ রঙের ছাপ আছে। ঐ রং লোহিত। প্রত্যেক দর্শক এই রূপটিকে লোহিত বলিয়াই দেখিতে পায়। এই রংগেই মওদুদীর চক্ষু ইসলামকে দেখিতে অভ্যস্ত। কিন্তু খোদা জানেন, কেন? ইহাকে স্বভাবের প্রতিধ্বনি বলুন, বা দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য বলুন, মৌলানা কখনও কখ ও এই রঙের নাম সবুজ রাখেন এবং দর্শকদিগের মনে প্রত্যয় জন্মাইতে চাহেন যে, তাহারা যাহা দেখিতেছে তাহা লাল নহে সবুজ।

পাঠকগণ মুরতাদের কতল সম্বন্ধে মৌলানার ধারণার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার এই আকিদা সম্বন্ধেও এখন অবগত হইলেন যে, বলপূর্বক কাহাকেও মুসলমান করা যায় না! এই শেষোক্ত মতের অপরিহার্য ফল এই দাঁড়ায়, বলপূর্বক যখন কাহাকেও মুসলমান করা যায় না, তখন বিশ্বাস ব্যাপারে কাহারও উপর বল-প্রয়োগ যুক্তিবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু মৌলানা এই সিদ্ধান্তটি স্বীকার করিয়া লইতে কখনও সম্মত নহেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট যুক্তি-ধারার দ্বারা তিনি নিজের উদ্দেশ্যে ইহা যৌক্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ইমানের প্রসারের জন্য সকল রকমের জোর জুলুম বৈধ আছে এবং যদি প্রসারের জন্য না হয় তবে অন্ততঃ মোমেনের ইমান রক্ষার ওজরেও ইহা বৈধ বটে। বস্তুতঃ এই আত্ম-রক্ষার ওজরে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করা শুধু বৈধই নয়, বরং একান্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক। অবশ্য, একস্থানে যাইয়া তিনি উল্লিখিত যুক্তির তাড়নায় অস্ত্রত্যাগ করেন এবং তাহা হইল কাফের হত্যার প্রসঙ্গ। এখানে স্বয়ং মৌলানাকেও ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে

যে, ইমান না আনার অপরাধে কাফেরকে হত্যা করা যায় না।

কিন্তু ইহা উত্তপ্ত তাওয়া হইতে চুলায় পতিত হওয়ার ন্যায় ব্যাপার। যুক্তির দিক হইতে একটা আপত্তি হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে আর একটি আসিয়া উপস্থিত। এখন বিপদ হইল, কুফরের অপরাধে কোন কাফেরকে যদি শাস্তি দিতে পারা না যায়, তবে মুরতাদকে আবার একই অপরাধে কেন হত্যা করা হইতেছে? তাঁহাকে কি বলপূর্বক মুসলমান করা যায়? যদি শুধু এইটুকু বলা হয়, এই প্রকার ব্যক্তি-সমাজে থাকা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, তবে প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, সমাজে অন্যান্য কাফের থাকিলে যেমন সমাজের উপর কোন কুপ্রতিক্রিয়া হয় না, তেমনি এই নূতন কাফেরের দ্বারা কোন কুপ্রতিক্রিয়া হয় না। প্রথমক্ষেত্রে সহ্য করা যায়, তবে দ্বিতীয়ক্ষেত্রেও সহ্য করুন। যে সকল নিয়ম-কানুন বা পাবন্দী আপনি অন্য কুফ্‌কারের উপর প্রয়োগ করেন, এই নূতন কাফেরের উপরও উহা প্রয়োগ করুন। খুব বেশী হইলে গ্রহ হইতে বিতাড়িত বা দেশ হইতে বিতাড়িত করুন, কিম্বা আজীবন কয়েদ থাকার শাস্তি দিন। ভাল, ইহাদিগকে হত্যা করা কিভাবে বৈধ হয়। ইহা তো স্পষ্ট অবিচার ও জুলুম। এই প্রতিবাদ শুনিয়া মৌলানা আমাদিগকে বলিতে চাহেন, হে মূঢ়, হে অন্ধ! ইহা জুলুম নয়। ইহা দয়া। যদি দেখিতে না পাও, তবে জিজ্ঞাসা করিয়া লও।' মৌলানার আপন কথায় এই দয়ার বিবরণ এই ঃ

"তাহার জন্য দুইটিমাত্র ব্যবস্থা সম্ভব। হয়, তাহাকে রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব প্রকার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবিত থাকিতে দেওয়া অথবা তাহার জীবন সাঙ্গ করা। প্রথম অবস্থা কার্যতঃ দ্বিতীয় অবস্থা হইতে কঠিন শাস্তি। কারণ ইহার অর্থ সে

لا يموت فيها ولا يحيى -

[উহাতে মরিবেও না, এবং জীবিতও থাকিবে না- অনুবাদক] অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। *** সুতরাং তাহাকে মৃত্যু-দণ্ড দিয়া তাহার ও সমাজের বিপদ এককালে শেষ করা ভাল।" ১

ইহা কি হুবহু সেই লাল পোষাকধারীর কণ্ঠের স্বর নহে; যে জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গকে প্রত্যয় দিতেছে

"হে অন্ধ, হে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিগণ! বিশ্বাস কর যে, আমার পোষাকের রঙ সবুজ।"

কিন্তু সত্যই যদি রঙ সবুজ হয় এবং আমরা ভুল করিয়াছি, তবে মৌলানাকে একটু মৃদু স্বরে কথা কলিতে পরামর্শ দিব। কারণ, এখনই একটু পূর্বে সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিতে যে সকল কুফ্‌ফারের বাস করিবার কথা বলা হইয়াছে, যদি তাহাদের কানে এই ধ্বনি গিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে কি তাহাদের মনে ধাক্কা লাগিবে না যে, "ইতিপূর্বে দাবী করা হইতেছিল যে, যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা সব আমাদের সহানুভূতি ও মঙ্গলার্থে। কিন্তু যখন ভাগ্য বণ্টনের সময় আসিল তখন নিজের ঝুলিতে দয়া এবং আমাদের আঁচলে জুলুম নিক্ষেপ করা হইল। অথচ উভয়ের পাপ একই জাতীয় ছিল।" কাফেরগণ মৌলানা সম্বন্ধে কত কিছুই না ভাবিতে থাকিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কত ধারণাই না করিতে থাকিবে। সুতরাং স্বীয় স্বর মৃদু করাই তাহার জন্য উত্তম। হত্যাকাণ্ডের অল্পক্ষণ পূর্বে কেবল মুরতাদদের কানে কানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, "মিঞা, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী থাকিবে না। বস্তুতঃ, তোমরা ক্ষুদ্র। নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তোমাদের প্রতি একান্ত সদয়

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫১ পৃঃ।

ব্যবহার করা হইল।" অতঃপর প্রস্থানের সময় অতিরিক্ত সহানুভূতি প্রকাশার্থে তাহাদের হাতে চাপ দিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষে তাহাদিগের চোখের সহিত চোখ মিলাইয়া মৃদু হাসিয়া ঘটনাক্রমে কোন কাফের সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রতি মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া এই কথাগুলিও যোগ করিয়া দিলে কেমন হয়! দেখিতেছ না ইহাদের অবস্থা? 'লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌ইয়া' সে মৃত না জীবিত।

সম্ভবতঃ, মওদুদী সাহেব এই সহানুভূতি সূচক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইসলামের মতে মৃত্যুই শেষ নয়। পরন্তু ইহার পরেও একটা জীবন আছে। যাহাকে ইসলাম হায়াতে আখেরাৎ বা পারত্রিক জীবন বলে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই মুরতাদগুলির বিপদ এতদ্বারা শেষ না করিয়া বরং এইভাবে তাহাদিগকে সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহাদের ইহজগতে সম্ভাব্য জীবন সম্বন্ধে (যাহা হইতে মৌলানা সেই বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করিতেছেন) 'লা ইয়ামতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌ইয়া' ['উহার মধ্যে তাহারা না মরিবে, না জীবিত থাকিবে]' অবস্থাপন্ন হওয়া মানুষের একটা অভিমত মাত্র। কিন্তু এখন তাহাদিগকে যেখানে পাঠান হইতেছে, উহার সম্বন্ধে স্বয়ং খোদাতা'লা বলেনঃ

لا يموت فيها ولا يحيى -

"উহার মধ্যে (সেই হতভাগাগণ) না মরিবে না জীবিত থাকিবে।" কথা এখানেই শেষ নয়। তুলনা মূলকভাবে ইহা আরো খারাপ। মৌলানা যে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতেছিলেন, উহা তাঁহারই হাতে প্রজ্জলিত। খুব বেশী, আমরা উহাকে নারে সুগ্‌রা বা ছোট অগ্নি বলিতে পারি। কিন্তু এখন যে অগ্নির দিকে উহার রওয়ানা করিতেছেন, খোদাতা'লা নিজেই উহার নাম দিয়াছেন আন্‌-নারুল্‌-কুব্‌রী অর্থাৎ মহা-অগ্নি। সুতরাং এই সকল বিপদ হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য মৌলানার উদ্ভাবিত উপায়টি আশ্চর্য জনক। তিনি তাহাদিগকে এক প্রকার লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহ্‌য়্যা ('না মৃত, না জীবিত) অবস্থা হইতে বাহির করিয়া অন্য প্রকার ভীষণতর লা ইয়ামুতু ফিহা ওলা ইয়াহইয়া (না মৃত, না জীবিত) অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। এক হাল্কা আগুন হইতে নাজাত দিয়া তাহাদিগকে অন্য এক মহা অগ্নিতে ফেলিতেছেন। অথচ ইহার নাম রাখা হইয়াছে বিশেষ দয়াদ্র চিত্ত ও নরম ব্যবহার! তৎসঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইতেছে যে, ইহার রঙ লাল নয়, সবুজ।

কাফেরের তবু কিছু আশা করিবার ছিল। কারণ খোদা জানেন, সে তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আরও কত বৎসর দেখিয়া শুনিয়া কাটাইত এবং খোদা জানেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বিচার করিয়া পারত্রিক মুক্তির কত সুযোগ পাইত। কিন্তু এই বাধ্যতামূলক মুরতাদ, যাহার জীবন রজ্জুর সাথে তাহার মুক্তির সকল আশা ভরসাও ছিন্ন করা হইয়াছে পর জগতে চক্ষু মেলিতেই যখন তাহাকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন খোদা জানেন, তাহার সহিত করমর্দনকারীর বিষয়ে কি ভাবিতে থাকিবে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে এই আশ্বাস দিয়া ছিলেন যে, এই সবকিছু তাহার সুখ, শান্তি ও মঙ্গলার্থে করা হইতেছে।

অবশেষে, পাঠকগণের স্মরণার্থে আবার ইসলামের প্রসার সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের সলক তত্ত্বাবলী সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। যথা,—

(১) অমুসলমান দেশগুলিতে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাইতে হইবে। কিন্তু শক্তি লাভ মাত্র বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশগুলিকে আক্রমণ করিতে হইবে।

(২) কাফেরদিগকে মুসলমানদের মধ্যে তবলিগ করা নিষেধ করিতে হইবে।

(৩) কাফেরদিগকে কাফেরদের মধ্যে তবলীগ করাও নিধেধ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া আমার দৃষ্টিতে মুরতাদের কতল বিষয়টিও এই নীতিরই একটা অংশ। প্রকৃতপক্ষে, ইহাকে চতুমু খী প্রোগ্রাম বলা উচিত। কিন্তু বিপদ এই যে, আমার সহিত মৌলানা একমত নহেন। আমার দৃষ্টিতে এইজন্য ইহা উল্লিখিত নীতির অংশ বিশেষ যে, স্বভাবতঃ হত্যার ভয়ে অনেক মুসলমান অন্য ধর্ম গ্রহণে বিরত থাকিবে। দৃষ্টান্তস্থলে, সম্প্রতি পাকিস্তানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদি উপরোক্ত হত্যা নীতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে এই মুরতাদের মধ্যে হয় তো এক আধজন এরূপ সত্যবাদী পাওয়া যাইত যে, মুনাফেক হইয়া জীবিত থাকা পছন্দ করিত না। কিন্তু মৌলানার মতে, ইহা এই নীতির অন্তর্গত নহে এবং ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই প্রকারে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফেক সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি লিখিতেছেন ঃ

"মুরতাদকে কতলের এই অর্থ করাও ভুল হইবে যে, আমরা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া মুনাফেকী নীতি অবলম্বনে বাধ্য করি।

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টা। যাহারা বহুরূপী এবং মত পরিবর্তনকে ক্রীড়া বিশেষে পরিণত করিয়াছে। আমরা তাহাদের জন্য আমাদের জমাআতে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিতে চাই। **** সুতরাং, ইহা প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা যে, এই জমাআতে প্রবেশোচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্বেই জানান হয় যে, এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, যাহাতে সে প্রবেশের পূর্বে শতবার ভাবিয়া লইতে পারে যে, এইরূপ জমাআতে তাহার ভর্তি হওয়া উচিত, কি অনুচিত। ১

আমার স্মরণ আছে, পাকিস্তানের পূর্বে হিন্দুস্থানের কম্যুনিষ্ট পার্টিরও ইহাই নীতি ছিল। তাহারা তাহাদের গোপন সঙ্ঘগুলির সভ্য করিবার পূর্বে প্রত্যেক আগমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে এই বলিয়াই সাবধান করিয়া দিত যে 'মিঞা, বাহির হওয়ার সাজা মৃত্যু'। *** লায়েলপুর কৃষি কলেজের এক ছাত্র সম্বন্ধে জানি বেচারা এই অপরাধেই প্রাণ হারাইয়াছিল। *** প্রসঙ্গতঃ স্মরণ হওয়ায় আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। কারণ, ইহার দ্বারা আমার এই মতটি অধিকতর শক্তিশালী হয় যে, মওদুদীতে সাম্যবাদের প্রভাব প্রবল। ইহা মোটেই বিচিত্র নয় যে, মৌলানা কচি বয়সে লেলীন বা মার্কসের কোন কোন উর্দু অনুবাদ পড়িয়াছেন এবং পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা গঠনে তিনি প্রয়োজন অতিরিক্ত সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গ ছাড়িতেছি কারণ এখন ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

আমি মুরতাদের কতল সম্বন্ধে মৌলানা মওদুদীর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেছিলাম, তাহা শোনার পর মুরতাদ হত্যার মতবাদটাকেও ইসলামি নীতির অংশীভূত বলিয়া নির্ধারণের অধিকার আমার থাকে না। বস্তুতঃ, আমি তাহা করি নাই। শুধু ত্রিমুখী প্রোগ্রাম উপস্থিত করিয়াছি। যাহাহউক, এখন আমি আলোচনার এই অংশ সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে মৌলানা সাহেব উপরোল্লিখিত তদীয় ব্যাখ্যা

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৫২—৫৩ পৃঃ

সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি আমাকে দিন। প্রশ্নগুলি এই ঃ

প্রথম ঃ যদি আপনার এই দাবী সত্য হইয়া থাকে যে, মুরতাদ হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, আপনি এই প্রকার ব্যক্তিদের পক্ষে আপনার জমাআতে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিতে চান, তাহা হইলে বলুন যে, সকল জন্মগত মুসলমান আপনার সংঙ্ঘে ক্রমাগত যোগদান করিতে থাকিবে, তাহাদিগকে রোধ করিবার জন্য আপনি কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন?

দ্বিতীয় ঃ যদি যথার্থ বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা ইহাই যে, এই জমাআতে প্রবেশেচ্ছু প্রত্যেককে পূর্বেই জানান হয় যে, এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, তবে সেই উপায়গুলি কি, যদ্বারা জন্মের পূর্বেই মুসলমানদিগকে সাবধান করা যাইতে পারে যে, জন্মিবার পূর্বে শতবার চিন্তা করিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ আকিদার ব্যাখ্যাও প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(ক্রমশঃ)

বিভিন্ন ধর্মে সত্য খোদার রূপ

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী।

ইসলামের মহান শিক্ষানুযায়ী আমরা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে আগত সকল নবীকে সত্য বলিয়া মান্য করি। এক আল্লাহ্ রববুল আলামীনের তরফ হইতে প্রেরিত বলিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁহারা একই মিশন নিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জাতিতে আগত নবীদের সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাতায়ালা বলেন, "ওয়া লাকাদ বায়াছনা ফি কুল্লে উম্মাতি ররছুলান আনিঃ বুদুল্লাহা ওয়াছতানিবুত তাগুত। অর্থাৎ—প্রত্যেক জাতিতেই নবীর আগমন হইয়াছে। এইজন্য যে মানব আল্লার দাসত্ব গ্রহণ করিবে এবং শয়তানের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে।" (নহল, ৫ম রুকু)। কোরআনে এই বাণীর আলোকে আমরা দেখিতে পাই যে, ইস্রায়ালীয় নবীগণ 'জেহোবা', যুরথাস্ত্র 'আহুরা মাজদা' এবং ভারতীয় নবীগণ সত্য খোদাকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বর' রূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং 'দিয়াবল' (খ্রীষ্টধর্মে); 'আংরা মান্যু' (পার্শী ধর্মে)' 'মারা' (বৌদ্ধধর্মে); 'অশুর' (হিন্দু ধর্মে); বা শয়তানের কবল হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল মহাপুরুষদের অন্তর্ধানের পর ধীরে ধীরে তাঁহাদের উম্মত বা মণ্ডলী সত্য ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। নানা লোকের নানামত ঐশী শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া জগতে সৃষ্ট হইয়াছে অসংখ্য ধর্মের। বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁহাদের ধর্ম পুস্তকগুলি আজ মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত। এই সকল ধর্ম বিকৃতকারীগণ একদিকে যেমন নবীদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, অন্যদিকে আবার কোন কোন নবীকে বসাইয়াছে, স্বয়ং খোদার আসনে। ধর্মের প্রাণ তৌহিদ বা একত্ববাদকে ছাড়িয়া তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে নিরীশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদ। তবে সত্য কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। তাই অতি সতর্কতার সহিত বিভিন্ন ধর্মালোচনা করিলে সত্য খোদার প্রকৃত

রূপ সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান লাভ করা যায়। নিম্নে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ধর্ম যথা, হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, ইহুদী এবং খ্রীষ্ট ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রকৃত খোদা সম্বন্ধে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

ইহুদী ধর্মে

"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদা প্রভু।" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ঃ৪)। "আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ভিন্ন আর ত্রাণ কর্তা নাই। (যিশাইয়, ৪৩ঃ১০, ১১)।

"আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।" (যিশাইয়, ৪০ঃ৬) "কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়, আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।" (যিশাইয়, ৪৬ঃ৯)। "পবিত্র তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, মহীপাল।" (তালমুদ, বেরাকত, ৫৮ ক)।

পার্শী ধর্মে

"আহুরাবা একমাত্র প্রভু, শক্তিশালী, পূর্ণ-পবিত্র, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, দয়াময়, দুর্জয়, সর্বদ্রষ্টা, স্রষ্টা, মাজদা বা সর্বজ্ঞানী প্রভৃতি।" (যেন্দ-আবেস্তা)।

"তিনি সৃষ্টির আদি ও অন্ত, সত্যের পিতা, ন্যায় বিচারের সত্য স্রষ্টা, সর্ব বিষয়ের অধিকারী প্রভু...... হে আহুরামাজদা; আমি তোমাকে আহ্বান করি।" (গাথা)। "হে পার্থিব জগতের স্রষ্টা, তুমি পবিত্র!" (ভেনদিদাদ, ৫ঃ৫)।

খৃষ্ট ধর্মে

"আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু।" (মার্ক ১২ঃ২৯)

"এবং ইশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই।" (১ করিন্থীয়, ৮ঃ৪)।

"আমি আল্ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন।" (প্রকাশিত বাক্য, ১ঃ৮)।

"কিন্তু ঈশ্বর এক।" (গালাতীয়, ৩ঃ২০)।

"কারণ, একমাত্র ঈশ্বর আছেন।" (১তীম, ২ঃ৫)।

বৌদ্ধ ধর্মে

"অৎথি ভিক্খবে অজাতম্, অভূতম্, অকতম্, অসঙখতম্। পালি ভাষার অনুবাদঃ—"হে ভিক্ষুগণ! এমন কিছু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, এবং অ-যৌগিক।

"নোচেতম্ ভিক্খবে অভবিস্স অজাতম্ অভূতম্ অকতম্ অসঙখতম্ নয়িধজাতস্স ভূতস্স কতস্স সঙখতস্স নিস্সরণম্ পঞ্ঞায়েথ।" অর্থাৎঃ— হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজাত, অভূত, অকৃত এবং অ-যৌগিক বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে এখানে জাত, ভূত, কৃত এবং যৌগিক বস্তুর মুক্তি জ্ঞানগোচর হইত না।

"যস্মাচখো ভিক্খবে অৎথি অজাতম্ অভূতম্, অকতম্, অসঙখতম্, তস্মাজাতস্স, ভূতস্স, কতস্স, সঙখতস্স, নিস্সরণম্ পঞ্ঞায়েথা-তি।" অর্থঃ "হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু অজাত, অভূত, অকৃত এবং অ-যৌগিক একটি বস্তু নিশ্চয়ই আছে তখন জাত, ভূত, কৃত এবং যৌগিক বস্তুর মুক্তি জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।" (ইতিবুত্তকম—৪৩)।

হিন্দু ধর্মে

"বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি-চ ভূতানিমাস্তু বেদন কশ্চন॥" (গীতা, ৭ঃ২৬)। অর্থঃ—'হে অর্জ্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত পদার্থকে জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।'

"সর্বস্য ধাতার মচিন্ত্যরূপম্‌ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" অর্থঃ—'সেই পরম পুরুষ, সর্বজ্ঞ অনাদি সর্বনিয়ন্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বরূপ প্রকাশক, প্রকৃতির অতীত।" (গীতা, ৮ঃ ৯)।

'যো মাজমনাদিঞ্চ বেত্তিলোক মহেশ্বরম। অসং মূঢ়ঃ সমর্ত্তেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" অর্থঃ—যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্য মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন।' (গীতা, ১০ঃ ৩)।

"সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিতম্‌। অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ॥' অর্থাৎঃ—'তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রকাশমান, অথচ সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত, নিঃসঙ্গ (অর্থাৎ লা'শরিক), অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্বাদিগুণের ভোক্তা বা পালক॥" (গীতা, ১৩ঃ ১৪)।

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ। সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থসং চান্তিকেচতৎ॥ (ঐ ১৫) অর্থঃ সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরেও তিনি; চল এবং অচল ও সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটেস্থিত।'

"জ্যোতিষামাপিত জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্যবিষ্টিতম্‌, অর্থাৎঃ—'তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতি, তিনি অন্ধকারের অতীত, তিনি বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশকমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ব, তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত॥' (গীতা, ১৩ঃ ১৭)।

"অপানি পাদো জবনো গৃহিতা, পশ্যতা চক্ষু সশৃনোতঃ কর্ণঃ॥ তাঁহার হস্ত নাই, তিনি ধারণ করেন, তাঁহার পা নাই, তিনি চলেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি দেখেন, তাঁহার কর্ণ নাই, তিনি শ্রবণ করেন॥" (উপনিষদ)। অন্যত্র আছে, "নতত্র সূর্যোভাতি, নচন্দ্রতারকং, নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ, তস্যভাসাসর্ব্বম্‌ ইদং বিভাতি॥" অর্থাৎ, 'সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং অগ্নি তাঁহাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান হইতে দীপ্তি পাইতেছে।" (উপনিষদ)।

ইসলাম ধর্মে

পূর্ণতম শরিয়ত গ্রন্থ আল কোরআনে বিশ্ব স্রষ্টা, প্রতিপালক প্রভুকে 'আল্লাহ্‌' নামে অবিহিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ এমনই এক মহান নাম যাহার তুল্য নাম অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, খোদা, গড্‌, বুক, শাঙ্গতি, জেহোবা, এলী; আহুরা মাজদা ইত্যাদি কোন কিছুই আল্লাহ্‌ নামের তুল্য নহে। ইহা কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে। ইহার কোন অর্থও হয় না। এই নাম দ্বারা কোরআনে বর্ণিত সর্বাগুণাধার স্রষ্টাকে বুঝাইয়া থাকে। God শব্দ হইতে যেমন Godess এবং Goddess হয়, ঈশ্বর এবং ভগবান যেরূপ স্ত্রীলিঙ্গে ঈশ্বরী ও ভগবতী হয় তদ্রূপ আল্লাহ্‌ শব্দের কখনও বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। এমনকি এই শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক ভাবেও এক আল্লাহ্‌কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা, اللّٰه (আল্লাহ্‌) হইতে ا (আলিফ) বাদ দিলে لله হয়। কোরআনে আছে, "লিল্লাহি মাফিছ ছামাওয়াতে ওমা ফিল আরজ।" لله হইতে ل (লাম) বাদ দিলে له হয়। কোরআন শরিফে আছে, "লাহু মুলকুছ ছামাওয়াতে ওমা ফিল আরজ।" ইহার পর له হইতে ل বাদ দিলে ه থাকে। পাক কোরআনে আছে, "হুয়াল্লা হুলাজি লা ইলাহা ইল্লাহু।" আল্লাহ্‌তায়ালার অসংখ্য ছিফত বা গুণ কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় ছিফত বা গুণবাচক

নাম পেশ করা হইল। যথা, অযাচিত দাতা, বারবার দয়াকারী, জগৎসমূহের প্রভু, বিচারকালের মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, সত্য সাক্ষী, পরাক্রমশালী, ক্ষমতাশালী, গৌরান্বিত, স্রষ্টা, নির্মাতা, গঠনকর্তা, ক্ষমাকারী, শাস্তিদাতা, পুরস্কারদাতা, অন্নদাতা, প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী আয়ত্তকারী, প্রসারকারী, উন্নতি প্রদানকারী, সম্মানদাতা, শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ন্যায় বিচারক, কোমলান্তরকরুণাময়, সর্বজ্ঞানময়, ধৈর্যশীল, রক্ষা কর্তা, শক্তিদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ, অনুগ্রহকারী, প্রহরী, প্রার্থনা-গ্রহণকারী, মহিমান্বিত, পুনরুত্থানকারী, সত্য স্বরূপ, দৃঢ়, সাহায্যকারী, প্রশংসিত, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, চির জীবন্ত, চীরস্থায়ী, অদ্বিতীয়, একক, অভাবহীন, আদি, অন্ত, প্রকাশ্য গুপ্ত অধিপতি, মঙ্গল দাতা, অনুগ্রহকারী, প্রতিফলদাতা, জগৎপতি, সর্বমহত্ব ও গৌরবের অধিকারী, প্রতিপালক, ন্যায়পরায়ণ, সম্পদশালী, জ্যোতিঃ সৎপথ প্রদর্শক, সর্বদা বিরাজমান, সত্বাধিকারী, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, দোষ গোপনকারী ইত্যাদি।

সর্বশেষে সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের অধিপতি আল্লাহ্‌র জন্য। যুগে যুগে আগত সকল নবীর উপর অজস্র শান্তি বর্ষিত হউক !!

নোট ঃ—পবিত্র কোরআনের খ্রীষ্টান অনুবাদকগণ বলিয়াছেন যে আল্লাহ্ শব্দ নাকি হিব্রু এল+ইলা শব্দ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। 'আল্লাহ্' শব্দ কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে এবং ইহার কোন অর্থ হয় না।

আহ্‌মদী-জগৎ

(আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছাইব)।

—ইল্‌হাম, হযরত মছিহে মাওউদ [আঃ]

সংগ্রহ ঃ—এ, টি, চৌধুরী

(১) খবরে প্রকাশ যে, ডেনমার্কের মসজিদের চাঁদার ওয়াদা এই পর্য্যন্ত এক লক্ষ সাত হাজারে পৌঁছিয়াছে এবং ৭৩ হাজার টাকা নগদ আদায় হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই চাঁদা কেবল আহ্‌মদী মহিলাদের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে। ইতিপূর্বে লণ্ডন এবং দি হেগের মসজিদ দুইটিও শুধু আহ্‌মদী মহিলাদের চাঁদা দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

(২) জুরিক হইতে মোকররম মোসতাক আহ্‌মদ বাজওয়া জানাইতেছেন যে, ওকিলুত তবশির সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব আফ্রিকার পথে জুরিক পৌছিয়াছেন। তিনি এখন কোপেন হেগেন হইয়া দেড়মাসব্যাপী আফ্রিকার মিশনগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে নাইজেরীয়ার রাজধানী লোগস রওয়ানা হইবেন। তিনি ২২শে এপ্রিল রাবওয়াহ হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন।

(৩) সিয়েরা লিওন হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকাররম বশারত আহ্‌মদ বশির জানাইতেছেন যে, সদর এবং স্থানীয় মিশনারীগণ কয়েক হাজার মাইল

সফর করিয়া জমাতের প্রচার পুস্তক বিতরণ এবং মৌখিক তবলিগ করিয়াছেন। কয়েকস্থানে জনসভা করিয়া আহ্‌মদীয়াতের বাণী প্রচার করা হইয়াছে। এই প্রচারের ফলে খোদার ফজলে ১৪৫ জন আফ্রিকান সত্য গ্রহণ করিয়া জমাতে দাখিল হইয়াছেন।

(৪) বিগত ১৩ই এপ্রিল ইংলণ্ডের সর্বত্র শান ও শওকতের সহিত ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। লণ্ডনের ফজল মস্‌জিদে সর্ববৃহৎ জমাত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ইমামতি করেন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি মুহতরম চৌধুরী মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেব। মসজিদে জায়গার অভাবে ৬১ নং মেলরোজ রোডে মহিলাদের পৃথক নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। নামাজের পর সকলের মধ্যে পাকিস্তানী খানা পরিবেশন করা হয়।

(৫) গত ১২ই এপ্রিল জার্মানীর হামবুর্গ মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। ইহাতে জার্মান, তুর্কী, পশ্চিম আফ্রিকা, আফগানিস্তান, ভারত এবং পাকিস্তানী মুসলীম ভ্রাতৃবৃন্দ যোগদান করেন। ইমামতি করেন মিশনারী ইনচার্জ মোকররম চৌধুরী আবদুল লতিফ সাহেব, ঈদের নামাজের সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঈদের দিন সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় টেলীভিশনে নামাজের দৃশ্য দেখান হয়। নামাজের পর দ্বিপ্রহরে খানার ইন্তেজাম করা হয়।

(৬) আলফজলে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ বিগত ১২ই এপ্রিল জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এক হাজার মুছলমান অংশ গ্রহণ করেন। মসজিদে জায়গার অভাবে পর পর তিন জমাতে নামাজ আদায় করিতে হয়। মসজিদের ইমাম মোকররম ফজল এলাহী আনওয়ারী সাহেব জার্মান ভাষায় খোৎবা প্রদান করেন এবং জনৈক তুর্কী ভ্রাতা ইহার তুর্কী অনুবাদ পড়িয়া শুনান। ঈদের কয়েকদিন পূর্বে জনৈক জার্মান যুবক ইছলাম গ্রহণ করেন। ঈদের পর দিবস মিশন হাউজে এক ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) হল্যাণ্ড মিশনের ইনচার্জ এবং হল্যাণ্ড মসজিদের ইমাম মোকররম হাফিজ কুদরতুল্লাহ্‌ সাহেব জানাইতেছেন যে, এই বৎসরও খোদার ফজলে হল্যাণ্ড আহ্‌মদীয়া মসজিদে শান ও শওকতের সহিত ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করা হইয়াছে। অনুমান বার শত মুসলমান ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। ডাচ ভাষায় খোৎবা দেওয়া হয় এবং ইহার তরজমা ইংরাজী এবং তুর্কী ভাষায় সাইক্লোষ্টাইল করিয়া বিতরণ করা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, টেলীভিশন মারফত পবিত্র হজের কতিপয় দৃশ্য এবং আমাদের হল্যাণ্ড মসজিদের ভিতরের এবং বাহিরের দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়। তৎসঙ্গে হজ এবং ঈদুল আজহা সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের সহিত টেলীভিশন প্রতিনিধির কতিপয় প্রশ্নোত্তরও প্রচার করা হয়।

(৮) ঘানা আহ্‌মদীয়া মিশনের ত্রৈমাসিক রিপোর্টে জানা যায় যে, খোদার ফজলে ঘানা জামাতে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক জলসা সল্ট পণ্ডে সাফল্যের সহিত উদযাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন এলাকা হইতে আগত প্রায় ছয় সাত হাজার আহ্‌মদী এই জলসায় শরিক হন। ঘানা সরকারের অন্যতম উজির অনারেবেল কুফী বাকু জলসার উদ্বোধন করেন। ইহা ছাড়া সদর মোবাল্লিগগণ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বক্তৃতা প্রদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সদর এবং লোকেল মোবাল্লিগগণ বিভিন্ন স্থানে তবলিগী জলসা করেন এবং জমাতের প্রচার-পত্র বিতরণ করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে খোদার ফজলে ১৭জন ইছলাম গ্রহণ করেন। প্রায় তিন চার হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে নূতন একটি মসজিদ নির্মান করা হইয়াছে। ইহা নিয়া ঘানায় আমাদের মসজিদের সংখ্যা হইল এক শত বারটি।

(৯) ঘানার মিশনারী ইনচার্য মোকররম আতাউল্লাহ্ কলিম ছাহেব তারযোগে জানাইতেছেন যে, মুহ্তরম ছাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহ্মদ ছাহেব এবং মুকররম মীর মছউদ আহ্মদ ছাহেব ৩রা মে লোগস হইতে নিরাপদে ঘানা পৌছিয়াছেন। ঘানায় তিনি এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া বিভিন্ন মিশন পরিদর্শন করিবেন। ইহার পর তিনি আইভরী কোষ্ট রওয়ানা হইবেন।

(১০) উকালতে তবশিরের এক খবরে প্রকাশ স্কেণ্ডেনেভীয়ার মোবাল্লেগ মুকররম কামাল ইউছুফ ছাহেব মককায় পবিত্র হজ্জ সম্পাদনের পর নিরাপদে স্কেণ্ডেনেভীয়া পৌছিয়াছেন।

(১১) মালয়েশীয়ার সাবা হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকররম বশারত আহ্মদ আমরুহী জানাইতেছেন যে, তিনি বহু এলাকা ছফর করিয়া বহু সংখ্যক বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং গয়েরআহ্মদীকে তবলিগ করিয়াছেন ও প্রচার পত্র বিতরণ করিয়াছেন। খোদার ফজলে একজন বয়েত করিয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন।

(১২) যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও হইতে ভারপ্রাপ্ত মিশনারী মোকররম আবদুল হামিদ সাহেব জানাইতেছেন যে, খোদার ফজলে ডেটন শহরে আরও একটি মসজিদ নির্মান করা হইয়াছে। এই মসজিদের জায়গা আমাদের মোখলেছ আমেরিকান ভ্রাতা মরহুম ওলী করিম সাহেব দান করেন এবং মসজিদের প্রাথমিক কাজও তাঁহার নিজ ব্যয়ে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার ইন্তেকাল হওয়ায় এই কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। এই বৎসর খোদার ফজলে জমাতের অন্যান্য বন্ধুদের চাঁদায় এই মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইয়াছে।

খাতামান নাবী'য়ীন : পূর্ণ আদর্শ নবী

মোহাম্মাদ মতিয়ার রহমান

মানুষ সব সময় কোন না কোন একটা আদর্শকে তার জীবন পথের চালক হিসেবে ধরে নেয়, তার চলায়, বলায়, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে সব সময়ই ঐ আদর্শের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, সারা জগতের যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন আজকালকার মত এত সুন্দর ছিলনা, এক দেশের এক প্রান্তের লোকের সাথে অন্য প্রান্তের লোকের কোন পরিচয় ছিলনা, তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন আদর্শের সমাগম হয়েছিল, কিন্তু আজ পৃথিবীর মানুষ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, হাজার হাজার মাইল দূরের লোককেও সে তার ঘরের লোক মনে করে এবং তার মধ্যে নিজের ভাবের আদান প্রদান করার প্রয়াস পায়। মানুষের জীবনের গতি হয়েছে বিভিন্নমূখী। আগের কালের মানুষের মতে এখন খাওয়া দাওয়া, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিকেই যথেষ্ট মনে করেনা, তাই সারা জগতের মানুষ এখন বিভিন্নমূখী প্রতিভার এক আদর্শ খুঁজে।

হিন্দু ভাই মনে করেন বেদের চারজন ঋষি তার আদর্শ, খৃষ্টান ভাই মনে করেন ইসা (আঃ) তার আদর্শ, ইহুদী ভাই মনে করেন মূসা আঃ) তার আদর্শ, বৌদ্ধ ভাই মনে করেন বুদ্ধ (আঃ) তার আদর্শ, এবং মুসলমান ভাই মনে করেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তার আদর্শ, এখন কথা হ'ল তাহাদের মধ্যে কে হবে সে আদর্শ

যাকে সারা জগৎ খুঁজছে. যার উপস্থিতি অনুভব করছে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বাদে অন্যান্য আদর্শদের সম্বন্ধে যা জানা যায় তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের যত রকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তার সুষ্ঠু সমাধান তারা কেউই দিতে সক্ষম হননি। তাদের অধিকাংশই সংসার ধর্মকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনকে বেছে নিয়েছেন, এবং মান জীবনের অনেক বড় বড় দিককে অস্বীকার করেছেন, যদি তাদের আদর্শকেই সারা জগতের আদর্শ বলে ধরে নেয়া হয় তা হ'লে সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়ে জগতের সচল প্রবাহ যাবে বন্ধ হয়ে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে ব্যাহত। উপরন্তু তাদের জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমরা কোথাও পাইনা আর তারা কেউই সারা জগতের সর্বকালের সর্বমানবের আদর্শ বলেও দাবী করেন নি।

ইসলাম তথা সারা জগতের আদর্শ আঁ-হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দাবী করেছেন

انى رسول الله اليكم جميعاً ○

"ইন্নি রাসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়া" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি সারা জগতের উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রেরিত হয়েছি; আল কোরআনেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে সারা জগতের সুন্দরতম আদর্শ বলেছেন, যেমন বলা হয়েছে ঃ

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ○

"লাকাদ কানা ফি রাসুলুল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা "অর্থাৎ নিশ্চয়ই (হে! মানবজাতি) তোমাদের মধ্যে এসেছে আল্লার রাসুল সুন্দরতম আদর্শ।"

তাঁর জীবন সত্যিকারের সুন্দর, সে জীবনে কোন কলঙ্কের ছাপ নেই, ফুটন্ত গোলাপের মতই নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, একথা তার ঘোর বিরোধীও বলবে। তাই কোরআনেও চ্যালেঞ্জ দিয়ে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ○

"ফাকাদ লাবিছতু ফিকুম ওমুরামমেন কাবলেহী আকায়লা তায়ফেলুন "অর্থাৎ তিনি তো তোমাদের মধ্যে তার জীবনের বৃহত্তর একটা অংশ কাটিয়েছেন তোমরা কি তা চিন্তা কর না। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত যে লোকের জীবনে তোমরা কোন খুঁত পাওনি, সারা জগতের উদ্ধারকর্তা দাবী করার পর সে কিভাবে ভণ্ড হতে পারে? ফলকথা মানব জীবনের যতটা দিক হতে পারে তার সবদিকেই তিনি চরোম্যকর্ষ লাভ করেছেন, তিনি ছিলেন পূর্ণ আদর্শ মানব। তিনি কোন অলৌকিক সত্তা ছিলেন না তবে অলৌকিক সত্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতেন। তার জীবনের চরোম্যকর্ষতা দেখে জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রাঃ) তাঁর প্রশংসায় গেয়েছেন।

بلغ العلي بكماله - كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله - صلوا عليه وآله

"বালাগাল্‌লা কামালেহী
কাসাকাদ্দোজা বে জামালেহী
হাসুনাৎ জামেয়ু খেসালেহী
সাল্লো আলায়হে ওয়া আলেহী",

আঁ-হযরত (সাঃ) নিজে সারা জগতের আদর্শ বলে দাবী করেছেন, আল্লাহ্‌ তাঁকে সারা জগতের উদ্ধার কর্তা হিসেবে পেশ করেছেন আধুনিক মন একথা হয়ত সহজে স্বীকার করবে না, তাই পাঠকগণ আসুন আমরা বিচারে বসি সত্যিই কি সারা জগতের সারা-কালের আদর্শ হবার যোগ্য তিনি।

এতিমের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

কেউ শিশুকালে পিতৃহারা হয়, কেউ তার পরে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) পিতৃহারা হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। যারা ছোটবেলা মাতা-পিতা হারায় তারা সাধারণতঃ ভবঘুরে হয়, তাদের জীবনের গতি হয় বিচিত্র আর

আল্লাকে সব সময়ই তারা দোষারোপ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবন যায় বিফলে। কিন্তু আমরা হযরতের জীবনকে দেখতে পাই কত সুন্দর ও সুষ্ঠু। তার জীবনের প্রথম থেকেই যত আঘাত এসেছে সমস্তকেই তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। কোন দিন আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করেননি। শৈশবে মাতা-পিতা হারিয়ে এমনকি আপনার জনদের সকলকে হারিয়ে দেখিয়েছেন যে, এতিম হলে দুঃখ করবার কিছুই নেই। কেননা এতিমদের হেফাজত করেন আল্লাহ্‌। কোরআনে এতিমদের সম্বন্ধে অনেক আদেশ নিষেধ রয়েছে। তিনি বলেছেন. "এতিমদের আদর করে যদি কেউ এতিমদের গায়ে হাত বুলায় সে আমার গায়ে হাত বুলায়" তিনি এতিম ছিলেন বলেই না এসব সম্ভব হয়েছিল।

ছাত্রের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ হযরত (সাঃ) শিশুকাল থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। একটু বয়স হলে পর মক্কাবাসীদের দুরবস্থা দেখে তিনি সব সময়ই ভাবতেন, কেন তাদের এত দুর্দ্দশা? কেন তারা মূর্তির পূজা করে, মদ খায়, মারামারি কাটা-কাটিতে লিপ্ত থাকে। তিনি মাঠে মেষ চরাতেন, আর প্রকৃতির পাঠশালায় পড়তেন, তাঁর কোন মানব শিক্ষক ছিল না। তিনি যা শিখেছেন প্রকৃতির কাছ থেকে এবং সারা জগতের শিক্ষকের শিক্ষক যিনি, তার কাছ থেকে। তার শিক্ষার সাথে তার মনের ও আল্লার সংযোগ ছিল, তাই তিনি সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের ছাত্ররাও যদি তাকে অনুসরণ করে এবং তাদের পুথির সাথে প্রকৃতিকে মিলিয়ে পড়াশুনা করে, তাদের মনের সাথে পুথির সংযোগ থাকে তাহলে পরীক্ষা কক্ষে তাদের চুরির আশ্রয় নিতে হয় না বা পরীক্ষার খাতায় লিখার জন্য হনুমানের মত গন্ধ মাদন পর্বত বহন করতে হয় না।

শিক্ষকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) এসেছিলেন সারা জগতের মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে। তিনি নিজে যা করেননি অন্য কাউকে তা কখনও করতে বলেননি, যা তিনি করতে আদেশ দিয়েছেন তাঁর নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন কাজ নিজে না করে অন্য কাউকে করতে বললে তার ফল হয় না।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে একব্যক্তি রসুলের চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিতি উত্তরে বলেন যে ঃ

كان خلقه القرآن -

অর্থাৎ—কোরআনে যা কিছু বর্ণিত আছে তিনি তা তাঁর আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। হায়! আমাদের শিক্ষকরা যদি তার এই আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারতেন তা হলে দেশ ও জাতির অশেষ উন্নতি সাধিত হত।

যুবকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

যৌবন মানব জীবনের একটা সঙ্কটময় সময়। এ সময় যে রকম চাষ করা হয় এবং যে রকম বীজ বপন করা হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে সে রকম ফলই পাওয়া যায়। যদি কেহ যৌবন স্রোতে তার জীবনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলে তার জীবন বিফলেই যায়। যৌবনে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনে আমরা কোন কলঙ্ক দেখতে পাই না। তিনি ছিলেন, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান; অর্থাৎ—মানব জীবনে যত প্রকার সদগুণ হতে পারে তার প্রতীক, একথা তার ঘোর বিরোধীরাও স্বীকার করতে বাধ্য। মক্কার লোকেরা তার আসল নাম ভুলে গিয়ে তাকে "আল আমীন" নামেই ডাকত। ইসলামের ঘোর বিরোধী সমালোচক W. Muir বলেন, "Our authorities all agru in as

cribing to he youth of Mahomet a modesty of deportment of purity of manners among the Meccans." যৌবনে মানুষ সাধারণতঃ একটু চঞ্চল হয়েই থাকে, যুদ্ধবিগ্রহের দিকেও স্বভাবতঃই একটু ঝোক থাকে, বিশেষ করে আরবের তদানিন্তন অবস্থায়; কিন্তু ২০ বৎসর বয়সের সময়ও তাঁর যুদ্ধবিগ্রহের দিকে ঝোক ছিল না। সে কথা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক W. Muir স্বীকার করেন এবং বলেন, "Though now nearly twenty years of age he had not aquired the love of Arms." যদিও তিনি পরবর্ত্তী জীবনে কোন কোন সময় অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা শুধু আত্ম-রক্ষার জন্যে এবং খোদার হুকুম পালনার্থে, রক্তের পিপাসায় নয়। তিনি ছিলেন একজন সংগঠক, তিনি 'হুলফুল ফজুল' নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, দুস্থ, আর্ত, পিড়ীত ও বিধবাদের সাহায্য করা। আমরাও যদি রসুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা মুসলিম জাহানে 'হুলফুল ফজুল' সমিতি করতে পারতাম তা'হলে অন্ততঃ রেডক্রস সমিতিকে বাহবা দিয়ে পরোক্ষভাবে ক্রসবাদকে মেনে নিতাম না বা খৃষ্টানি আকিদাকে আমাদের রক্তের সাথে মিশতাম না। তিনি বিধবা এবং আর্তের সেবা করার জন্যে সব-সময়ই উন্মুখ থাকতেন। নবী দাবী করার পর মক্কার সবাই যখন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগল তখন মক্কার কোন এক সর্দ্দার তাঁর নামে একটি স্তুতিগীতি লিখে তাকে 'সাইদ' অর্থাৎ এতিম এবং বিধবাদের রক্ষক উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। মোটকথা তাঁর গুণে মক্কার সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, কিন্তু নবী দাবী করার পরই সবাই তাঁকে ভণ্ড বলতে লাগল (নাউজু-বিল্লাহ্‌)। এটাই সাধারণ নিয়ম।

বৃদ্ধের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) সারা জীবনই যুবক ছিলেন। মনে কোন দিনই তিনি বৃদ্ধ হননি। ৬৩ বৎসর বয়সেও আমরা তাঁকে দেখতে পাই সাহসী ও উৎসাহী ইসলাম প্রচারক হিসাবে। তার জীবনে কখনও অলসতা বা অবসন্নতা আসেনি। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। জীবনের এদিন কয়টি বাদে সারা জীবনই তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী।

অবিবাহিত জীবনের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

অবিবাহিত জীবনে মানুষ সাধারণতঃ উশৃঙ্খল, অসচ্চরিত্র ও উদাসীন হয়। বিশেষ করে আরবের মত উষ্ণ জলবায়ুর দেশে, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) সব সময়ই পবিত্র জীবন যাপন করতেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর পবিত্রতা বজায় রেখেছিলেন। কোন যুবতীর সাথে কোন অবৈধ সম্পর্ক থাকাতো দূরের কথা তিনি কারও উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ পর্য্যন্ত করেন নি। দুঃখের বিষয় আমাদের অবিবাহিতদের মধ্যে যদি এর সামান্য অংশও আজকাল থাকত তাহলে জগতের অবস্থা এরূপ বিষাক্ত হত না।

বিবাহিত জীবনের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) একাধিক বিবাহ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন বিধবা এবং ধর্মান্তরিতা। তখনকার দিনে আরবের লোকেরা স্ত্রীদের মনে করত পশুর মত। নারী ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র। তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুব ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন "ঐব্যক্তি সত্যিকারের ভাল, যে তার স্ত্রীকে বেশী ভালবাসে; আমি আমার স্ত্রীদের সবচেয়ে ভালবাসি।" স্ত্রীকে মারাধরা, করা তো দূরের কথা কটু কথা বলতেও তিনি নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "আমি আমার বান্ধবীদের নিয়ে পুতুল খেলতাম। হযরতের বিশেষ কোন দরকার থাকলেও তিনি আমাদের খেলায় বাধা প্রদান করতেন না বা বন্ধ করতেন না।" হযরত (সাঃ)-এর মধুর প্রতি একটু ঝোক ছিল। একবার তিনি মধু পান করে কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু

ঐ মধুর গন্ধ হযরতের সে বিবির নিকট খারাপ লেগেছিল, তাই হযরত শপথ করেছিলেন যে, জীবনে কখনও মধু খাবেন না। স্ত্রীদের ভালবাসলেই এসব সম্ভব হয়। তাঁর নানা হুকুম ও কোরআনের আদেশের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার জোর তাগিদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সে আদর্শ আমাদের মধ্যে নাই।

সংযমী ও চরম পৌরুষের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

পঁচিশ বৎসর বয়স, যখন জীবনকে ভোগ করার প্রকৃত সময় তখন তিনি এক বৃদ্ধাকে বিবাহ করে কঠোর সংযম সাধনার আদর্শ রেখে গেছেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে ৯ বৎসরের হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বিবাহ করে চরম পৌরুষের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। যদি তাঁর উম্মতের দরকার হয় তবে যেন তারা কোথাও না ঠেকে।

সংসারী সাধকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) ছোটবেলা থেকেই সাধু প্রকৃতির ছিলেন। একটু জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন সংসারী সাধক, আজকালকার সাধকদের মত ঘর সংসার ত্যাগ করে খোদার প্রেমে মজেন নি। ঘর সংসার করতেন আর খোদার ধ্যান করতেন। মক্কার লোকেরা বলত 'মোহাম্মাদ খোদার প্রেমে তলিয়ে গেছে' আঁ হযরত (সাঃ) সংসারী থেকেও হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে খোদার ধ্যান করতেন। আর মক্কার লোকদের দুরবস্থা দেখে প্রার্থনা করতেন, "তারাত তোমারই সৃষ্ট জীব, তুমি কি তাদের শাস্তি দিবে, তুমি যদি তাদের ক্ষমা করো তবেই না তুমি তাদের প্রভু এবং জ্ঞানী।" তিনি কঠোর সাধনার দ্বারাই আল্লাকে লাভ করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আল্লার উপর নির্ভরশীল ও শোকুর গোজার ছিলেন। নবুওয়াৎ পাওয়ার পরও তিনি রাত্রে উঠে খোদার এবাদত করতেন। তার পা ফুলে যেত। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনিত খোদার দিদারই লাভ করছেন, তবে কেন আবার এত কষ্ট করেন?" তিনি বলতেন "খোদার শোকুর গোজার করা কি আমার উচিৎ নয়"। আজকালকার মারফতী লাইনের ফকিরদের তার কাছ থেকে এ শিক্ষাটা নেওয়া উচিৎ। তিনি সাধনায় উন্নতি করতে করতে খোদার এত কাছে উঠে ছিলেন যে, আল-কোরআনে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর খোদার দিকে উঠে ছিলেন এবং তিনি (খোদা) তাঁর দিকে নেমেছিলেন এবং তাঁরা উভয়ই এত সন্নিকটে এসেছিলেন যে, দুইটি ধনুকের ছিলা একত্র করলে তার মধ্যে যতটুকু ফাঁক থাকে তার চেয়েও কম ব্যবধান তাঁদের মধ্যে ছিল।" খোদার প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলেইত তাকে এভাবে লাভ করা যায়।

খোদায় নির্ভরশীলের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

ছোটবেলা থেকেই তিনি খোদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর খোদার নির্ভরশীল থাকার জন্যেই সব বিপদ থেকে তিনি সহজে মুক্তি পেয়েছেন। মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে টিকিতে না পেরে হযরত আবুবকর (রাঃ) সাথে নিয়ে খোদার আদেশে মদিনায় হিজরত করলেন। পথে এক গুহায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন। কাফেরেরা টের পেয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কাফের দল খুঁজতে খুঁজতে যখন তাদের গুহার নিকটে আসল, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়ে ঘাবরিয়ে গেলেন। হযরত (সাঃ) তখন তাকে অভয় দিয়ে বললেন ঃ

لا يَحْزَن ان الله معنا ○

"চিন্তা করো না, আল্লাহ, আমাদের সঙ্গে আছেন।" কি অলৌকিক ভাবে সেখান থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন তা কারও অজানা নেই। তাঁর জীবনে এরকম বহু ঘটনা আছে, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, তিনি সব সময় খোদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। একমাত্র খোদায়

ভরসা থাকলেই যে সব আগুনের বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভ করা যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

গরীব ও মজুরের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

শ্রমের মর্য্যাদা দিতে আমরা এখনও শিখিনি। আঁ হযরত (সাঃ) সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও নিজের কাজ নিজে করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি বলেছেন "নিজের কষ্ট-লব্ধ আহারই তার পক্ষে উত্তম।" তিনি মাঠে মেষ চরাতেন। বিবি খাদিজার অধীনে কাজ করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে আমরা তাকে দেখতে পাই পরিখা খনন করতে। কোন কোন সময় তার হাতে এককপর্দ্দকও ছিল না। ৩।৪ দিন না খেয়ে পেটে পাথর বেধে দিন কাটিয়েছেন। তবু কারও কাছে হাত পাতেন নি। আমাদের দেশের গরীবরা কাজকর্ম না করে ভিক্ষাকে তাদের একমাত্র সম্বল বলে ধরে নেয়। তা খোদার চোখে এবং হযরতের চোখে ঘৃণ্য।

ধনীর আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন সারা আরবের শাহানশাহ্‌ হলেন, তখন তাঁর সমস্ত অভাব ঘুচে গেল, তখনও আমরা তাকে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে দেখি। অর্থ ও ধন সম্পদের দিকে তার কোন দিন লোভ ছিল না। ঐতিহাসিক W. Muir বলেন, **"Mahanet was never covetors of wealth."** সারা আরবের বাদশাহ্‌, কোন শাহী দরবার ছিল না। খেজুর গাছের তলায় বসে তিনি দেশ শাসন করতেন। কোন রকম জাকজমক তার জীবনে স্থান পায়নি, নবী দাবী করার পর কোরেশরা তাকে বলেছে, মক্কার রাজত্ব চাও; নাও মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারী তোমাকে দিব। তবুও বাপ দাদার আমলের ভূত পূজা থেকে বিরত কোর, না তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমার এক হাতে চন্দ্র আর এক হাতে সূর্য দিলেও আমি যে সত্য পেয়েছি তা থেকে বিরত হতে পারব না"। কোন রকম প্রলোভনই তাকে সৎপথ থেকে বিচলিত করতে পারেনি। অনায়াসেই মক্কার তথা আরবের বাদশা হয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন কণ্টকময় পথ আর সে পথেই তিনি হলেন জয়যুক্ত। আজকাল বড়লোক হবার জন্যে মানুষ কত অসৎ ফিকিরই না করছে। আর যারা বড়লোক তারা যদি রসুলের আদর্শকে দেখে তাদের জামজমক জীবনের কিছুটা ত্যাগ করে তা হলে ধনী গরীবের সমস্যা দেশে থাকবে না।

মহান দাতার আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

তিন চার দিন উপোস করার পর হযরত খেতে বসেছেন, একজন এসে খাবার প্রার্থনা করল, অমনি তিনি তা তাদের দিয়ে দিলেন। একবার একটা লোক হযরতের কাছে ভিক্ষা চাইল, তিনি তাকে বললেন, "বাপু তুমি কেন খেটে খাও না? লোকটি বলল, "তিন দিন ধরে ছেলে-মেয়ে না খেয়ে আছে, কাজ কর্ম কিছুই পাই না, তাই বাধ্য হয়ে ভিক্ষায় নেমেছি", হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ঘরে কি আছে।" সে বলল, "একখানি কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই।" হযরত সেটিকে আনতে আদেশ দিলেন এবং বাজারে বিক্রী করে যা দাম পেলেন, তার অর্ধেক দিয়ে সে দিনের খাবার কিনে দিলেন এবং বাকী পয়সা দিয়ে একখানা কুঠার কিনে দিয়ে বললেন 'নাও বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি কর।" শুনা গেছে এর পর থেকে আর ঐ লোকটির কোন অভাব ছিল না। অপূর্ব ভিক্ষা! তিনিএমনই শিক্ষা দিলেন যে চির জনমের মত ঐ লোকটির ভিক্ষা করা ঘুচে গেল। আর আজকাল আমরা হযরতের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে ২।৪ পয়সা ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেই।

যদি প্রত্যেকটি ধনী আজ এ প্রতিজ্ঞা নেন যে, তিনি অন্ততঃ একটি পরিবারের অভাব মোচন করে তাকে একটা সুষ্ঠু জীবন যাপন করার পথ দেখিয়ে দেবেন তা হ'লে অচিরেই আমাদের দেশের ভিক্ষুক সমস্যা দূর হবে এবং কম্যুনিজম আর পাত্তা পাবে না।

ব্যবসায়ীর আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) শৈশব থেকেই ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। প্রথমে চাচার সাথে ও পরে বিবি খাদিজার অধীনে। তিনি ব্যবসায়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন এমন নজীর কেউই দেখাতে সক্ষম হবেন না। তিনি সৎভাবে ব্যবসায় করেছেন এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশী লাভ করে দেখিয়েছেন। তিনি মানুষকে ব্যবসায়ের দিকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলেছেন, "সৎব্যবসায়ীরা নবীদের সঙ্গলাভ করবে। জিনিস পত্রে ভেজাল না দিতে এবং মাল মজুদ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। আজকালকার ব্যবসায়ীরা যদি হযরতের শিক্ষা মত চলে তবে দেশের তথা পৃথিবীর অশান্তি সহজেই দূর হবে।

নাগরিকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

একজন নাগরিক হিসেবে আঁ-হযরত (সাঃ) কখনও তদানিন্তন আরব সরদারের বিরোধিতা করেননি, তাঁর উপর নানা রকম জুলুম ও অত্যাচার করা হলেও তিনি বিদ্রোহ করেন নি। সব সময় দোয়ায় লিপ্ত রয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিষ্ঠিতে না পেরে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। নানা রকমে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে সাহাবীরা অস্ত্র ধারণের জন্য হযরতের আদেশ প্রার্থনা করলে তিনি গম্ভীরভাবে বলেছিলেন "তোমাদের হস্ত নিয়ত রাখতে কি আদেশ দেওয়া হয়নি?" 'কোন হাবশী যদি তোমাদের খলিফা হন তবে তোমরা তাকে মান্য কর', এই ছিল তাঁর আদেশ। 'তোমরা অত্যাচারিত হলেও তাদের কাছে অনুনয় পূর্বক আবেদন কর, খোদার সাহায্য প্রার্থনা কর, ধৈর্য্য ধারণ কর, তবুও বিদ্রোহ ঘোষণা কোরনা, কেননা আল্লাহ বিদ্রোহীদেরকে ভালবাসেন না।' তার নাগরিক জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, রাস্তায় কোন পাথরের টুকরা পথিকের অসুবিধা ঘটাবে বলে মনে হ'লে তিনি তা দূরে নিক্ষেপ করতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে এ আদর্শ নেই।

শাসকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

সারা আরবের শাহানশাহ্ হয়েও আঁ-হযরত (সাঃ) কখনও নিজের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন নি। সব সময় তাঁর প্রজাদের মঙ্গল করার জন্যে সচেষ্ট থাকতেন, সমস্ত সম্পদ সরকারী কোষাগারে (বায়তুল মাল) রক্ষিত থাকত। বায়তুল মাল থেকে তিনি কিছু নিতেন না। নিজের অর্জিত পয়সা দ্বারা দিন কাটাতেন। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক। হযরত ওসামা বিন-যায়দ (রাঃ) কোন এক অপরাধীর পক্ষে হযরতের কাছে ওকালতী করেছিলেন। হযরত (সাঃ) তাকে বলেছিলেন, "হে ওসামা! তুমি কি আল্লাহ্র আইনের উপর হস্তক্ষেপ করতে চাও? বস্তুতঃ আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরী করত আমি তার হাত কেটে দিতাম।" রাজারা মনে করে প্রজারা তার সেবক; আর তিনি মনে করতেন তিনি প্রজাদের সেবক। অন্যান্য রাজা বাদশাহ্র ন্যায় প্রাচুর্য্যের মধ্যে তিনি দিন কাটান নি। বাদশাহ্ হওয়ার পর যখন বিবিরা একটু সচ্ছলভাবে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, আখেরাতের বদলে কি তারা এ দুনিয়া কিনতে চায়। কেউ তাঁর

প্রশংসা করুক এটা তিনি চাইতেন না। যত রকম সমস্যা রাষ্ট্র চালনার সময় এসেছে তা তিনি সুষ্ঠভাবে সমাধান করেছেন। তাই মনিষী বার্ণার্ড শ বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মোহাম্মাদের মত একটি লোক বর্তমান জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি বর্তমান জগতের সমস্যা সকল এরূপভাবে সমাধান করতেন যে, জগতে চিরস্থায়ী সুখ শান্তি বিরাজ করত।" আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি। সেই দিন যেন আমাদের জীবনেই আমরা দেখতে পারি।

সৈনিকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ) আদেশ দিয়াছিলেন যে কেহ যেন শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, পুরোহিত এবং আহতদের হত্যা না করে। শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে, পশু হত্যা করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। যুদ্ধে তিনি সব সময় সামনে থেকে সৈন্য চালনা করতেন, (যদিও সাহাবীরা আঁ হযরত (সাঃ)-কে বেশী ভালবাসতেন এবং তাকে ঘেরাও করে যুদ্ধ করতেন)। পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধে বড় বড় নামকরা সেনাপতিদের পর্যন্ত পালাতে দেখা গেছে, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান নি। ওহুদের যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। এইভাবে প্রতিটি সৈনিক যেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রুখে দাঁড়ায়।

সংস্কারকের আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

সমস্ত আরব যখন নানা রকম পাপ পঙ্কিলতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল, তখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এসে তৌহিদের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাতারাতি সমস্ত আরবের ইতিহাস পালটে দিলেন। যে আরববাসী একে অন্যের রক্ত পিপাসায় একদিন মেতে উঠত, আঁ-হযরতের সোনার কাঠির স্পর্শে তারাই আবার একে অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে শিখল। নারী পুরুষের সমান অধিকার পেল। সমাজের সব কুসংস্কার দূর হল। কাবা ঘরে ভূতের পরিবর্তে 'লা শরীক আল্লাহ্‌র' প্রতিষ্ঠা হল। সব মানুষ সমান আর আল্লাহ্ তাদের প্রভু এটাই আরব-বাসী ভাবতে লাগল। সকল দাস মুক্তি পেয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল। মদ, জুয়া বন্ধ হয়ে চারিদিকে উন্নতির জোয়ার বয়ে গেল। সমগ্র দুর্ধর্ষ আরববাসীকে এত উন্নতির পথে কি ভাবে নিয়ে যাওয়া হ'ল? একমাত্র এক আল্লায় বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। হযরত (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের যে পুলক শিহরণ লাগিয়ে দিয়ে গেলেন তার ফলেই মুসলমানরা মধ্যযুগে জ্ঞান, বিজ্ঞানে এত উন্নতিলাভ করেছিল যে, সারা ইউরোপ, যাকে আমরা এখন গুরু বলে মানি, তাদের কাছে জ্ঞান, বিজ্ঞান শেখার সুযোগ পেল, ইসলামের এই উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করেই তাই Hers fild তার Research বইতে লিখেছেন, "Never has a people bun led more rapidly to civilisation, such ir was than were fhe Arabs through Islam." আবার এন সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার লেখক বলেন, "Of all the Regigious personalities of the world. Mohammad was the most successful" অর্থাৎ সমস্ত ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে মোহাম্মাদ (সাঃ) বিশেষ ভাবে সফলতা অর্জন করেছেন।

বিজয়ীর আদর্শ মোহাম্মাদ (সাঃ)

দশম হিজরী, মহা নবী আঁ-হযরত (সাঃ) ১০ সহস্র সঙ্গী নিয়ে এসেছেন মক্কা বিজয় করতে। মক্কাবাসী ভয়ে অস্থির। না জানি তাদের কপালে আজ কি

আছে। কেউ আধমরা হল, কেউ পালাতে লাগল। তারা চিন্তা করতে লাগল, মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে তারা কত অত্যাচার, অপমান ও লাঞ্ছিত করেছে, কত কষ্ট দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে, আজ বুঝি তাদের নিস্তার নেই। কিন্তু মক্কা বিজয় করে আঁ হযরত (সাঃ) ঘোষণা করলেন, "যাও তোমরা আজ মুক্ত, তোমাদের প্রতি আজ আমার কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। কেন না তিনিই ক্ষমাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই তার একমাত্র ক্ষমার নিদর্শন নয় জীবনে কাফেরদের বহুবার ক্ষমা করেছেন। অত্যাচারিত হয়ে সাহাবীরা যখন কাফেরদের অভিশাপ দিতে চাইত তখন হযরত (সাঃ) বলতেন, "আমি অভিশাপ দিতে আসিনি। আমি এসেছি সারা জগতের মানুষকে ভাল এবং মঙ্গলের দিকে আহ্বান করতে, তারপর তিনি প্রার্থনা করতেন, "হে করুণাময় প্রভু, আমার জাতিকে পথ দেখাও, তারা বোঝে না, তারা অবুঝ, তাদের ক্ষমা করো।" এক গালে চড় দিলে আর এক গাল পেতে দেওয়ার চেয়েও কি এ ক্ষমার আদর্শ বড় নয়? মক্কা বিজয়ের পর কতিপয় লোকের হত্যার হুকুম হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিল হেন্দা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) যে হযরত (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামজার বুক চিরে কলিজা চর্বন করেছিল। আঁ-হযরত যখন শুনলেন হেন্দা ভয়ে মুসলমান হয়েছে বলে দাবী করেছে। তখন তিনি তাকে মাফ করে-ছিলেন। অন্যান্য বিজয়ীদের মত তিনি ধনরত্নও লুণ্ঠন করেন নি বা কাউকে কারাগারে দেন নি বা হত্যা করেন নি। আঁ-হযরতের এ রকম শিক্ষা নিলেই খাঁটি জয় হয়ে থাকে।

কেবল কোন বড় একটা আদর্শ থাকাই কোন জাতির জন্যে যথেষ্ট নয়। সে আদর্শ দ্বারা জাতি কতখানি উপকৃত হয়েছে সেটাই বড় কথা। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদর্শ ছিল ততদিনই মুসলমান জাতি জগতের গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিল। যখন মুসলমান হযরতের আদর্শকে ভুল করে অন্য আদর্শে মনোনিবেশ করেছে তখনই তাদের পতন হয়েছে। তারা মনে করছিল যে ঐ আদর্শ তখনকার যুগের জন্য ছিল। তাই বর্তমান কালে হযরত (সাঃ)-এর এক গোলাম পুরাপুরি তার আদর্শকে অনুসরণ করে দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদর্শ আজও সচল, জগতের মানুষ যদি মুক্তি পেতে চায়, জগতে যদি শান্তি কায়েম করতে চায়, তা হ'লে হযরত (সাঃ)-এর অনুগমন ব্যতীত সম্ভব নয়, তাঁকে (সাঃ) অনুগমনের ফলেই আল্লাহ্ তাকে নবুওয়াতের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। তাঁকে নবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মীর্জা গোলাম আহ্মদ (আঃ) মসীহে মাউদ ও মাহদী মাসউদ। পরিশেষ খোদার কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদর্শে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করতে পারি। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁর পুস্তিকা "কিস্তিয়ে নূহ"-এ তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন:

"পৃথিবীর বুকে এখন কোরআন ব্যতীত আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ আঃ) ব্যতীত আর কোন ত্রাণকর্তা রসুল নাই। এই গৌরবমণ্ডিত নবীর সহিত অকৃত্রিম প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার মুক্তির অধিকারী বলিয়া গন্য হইবে। স্মরণ রাখিবে, মরণের পরপারের মুক্তিই মুক্তি নহে। সত্যিকারের মুক্তির আলোক ইহলোকেই দেখা যায়। মুক্তির অধিকারী কে? - যাহার সুনিশ্চিত জ্ঞান হইয়াছে যে, খোদা সত্য সত্যই আছেন এবং তাঁহার সহিত সংযোগলাভের জন্য মোহাম্মাদ (সাঃ)

যোগ সূত্র। আকাশের নিম্নে তাঁহার তুল্য আর কোন রসুল নাই এবং কোরআনের তুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। এই নবী শ্রেষ্ঠকে খোদা অমর করিয়াছেন। আর কাহাকেও তিনি অমর করেন নাই। তাঁহার ধর্ম ব্যবস্থা এবং তাঁহার আত্মিক কল্যাণ কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (কিস্তিয়ে নূহ)।

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদ ওয়ালা আলে মোহাম্মাদীন ওয়া বারেকা ওয়া ছাল্লাম ওয়া জায়ালনা মিনহুম, ওয়া আখেরে দাওয়ানা আল হামদুলিল্লাহে রাব্বেল আল আমীন।

শোক সংবাদ

॥ ১ ॥

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ঢাকা লোকেল আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব লতিফ আহ্‌মদ তাহের (এল, এ, তাহের) সাহেব গত ২০শে মে তারিখে কায়রোতে উড়ো-জাহাজ দুর্ঘটনায় এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না……রাজেউন। তিনি সেলসেলার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

উক্ত জাহাজে আর একজন আহ্‌মদী ছিলেন। তাঁহার নাম জনাব আহ্‌মদুর রহমান। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রধান সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং 'ভীমরুল' ছদ্ম নামে মিঠেকড়া ফিচারটি লিখিতেন। তিনিও উক্ত দুর্ঘটনায় এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না……রাজেউন।

বন্ধুগণ মৃত ভাইদের রুহের জন্য মাগফেরাত কামনা করিবেন। আমরা মৃতগণের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

॥ ২ ॥

গত ১১ই মে তারিখের দিবাগত রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত ঝড়ে বরিশাল জেলা সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রচণ্ড ঝড় স্মরণাতীতকালে এই উপমহাদেশে কখনও হয় নাই। ঝড়ের তাণ্ডব লীলায় শুধু ঘরবাড়ী ও মালপত্রের ক্ষতি-সাধনই হয় নাই, হাজার হাজার লোকও অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।

আমরা দুর্গতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

সুসংবাদ ॥ বাহির হইতেছে ॥

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরীর

ওফাতে ঈসা ইবনে মরিয়ম

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর ঃ	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন ঃ	,,	মৌলবী মোহাম্মদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,,	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,,	মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,	

প্রাপ্তিস্থান ঃ
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*